أَسْمَاءُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ

মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)

এর পবিত্র নাম মুবারক

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ আবদুল হাই আল-নদভী

Est. 1998
আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর পবিত্র নাম মুবারক
মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: যুলহজ ১৪৩৬ হি. = সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১২৯, বিষয় ক্রমিক: ০২

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন
নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য: ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

***Muhammad Mustafa (SM) Er Pobittro Nam Mubark*:** By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 140 Tk

e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com
saajctg@yahoo.com
www.saajbd.org

সূচিপত্র

আমাদের কথা	০৪
কসীদা	০৬
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	০৯
গ্রন্থপঞ্জি	৭৮

আমাদের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ، أَمَا بَعْدُ!

মহান আল্লাহ যেখানে তাঁর নিজের প্রতি ঈমান আনার কথা বলেছেন সেখানেই তাঁর হাবীব (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। নিজ আনুগত্যের সাথে তাঁর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যকে, তাঁর ভালোবাসার সাথে রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসাকে, তাঁর সন্তুষ্টির সাথে রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টিকে এবং রাসূল (সা.)-এর অসন্তুষ্টির সাথে তাঁর অসন্তুষ্টিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আপন বন্ধুর অবাধ্যতাকে নিজের অবাধ্যতা এবং তাঁর প্রতি শত্রুতাকে নিজের প্রতি শত্রুতা বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার যেমন অসংখ্য সুন্দর ও বরকতময় নাম রয়েছে তেমনি তাঁর হাবীব (সা.)-এরও রয়েছে অসংখ্য গুণবাচক নাম। ইমাম কাযী আবুল ফযল আয়ায (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা* গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো হচ্ছে তাঁর সত্তাগত। পক্ষান্তরে হুযুর (সা.)-এর গুণবাচক নামগুলো হচ্ছে আল্লাহ-প্রদত্ত।

নবী আকরম (সা.)-এর পবিত্র নামের সংখ্যা নিয়ে বিবিধ মত রয়েছে। ইমাম আহমদ আল-কাস্তাল্লানী (রহ.) *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া* গ্রন্থে ৩৩৭টি নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) ৩৪০টি নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন আস-সালিহী আশ-শামী (রহ.) ৭৫৪টি নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে ফারিসের মতে মহানবী (সা.)-এর ১২০০ নাম রয়েছে। ইমাম কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.)-এর মতে ১০০০ নাম রয়েছে নবীজি (সা.)-এর। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তাঁর *মাদারিজুন নুবুওয়াত* গ্রন্থে ৫০০ নাম মুবারক উল্লেখ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর অগণিত গুণবাচক নামসমূহ তাঁর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। কারণ নাম ব্যক্তির গুণাবলি ও কর্মধারা থেকে উৎসারিত। আলোচ্য এ গ্রন্থে মহানবী (সা.)-এর প্রায় ২০০ নাম মুবারকের আলোচনা হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ-সহকারে পেশ করা হয়েছে। যা যেকোনো পাঠক-পাঠিকা অধ্যয়ন করলে অনেক উপকার পাবেন এবং এতে রাসূল (সা.)-এর মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে।

ছন্দে ছন্দে মহানবী (সা.)-এর নাম মুবারক কসীদার মূল লেখক কে তা জানা যায়নি। প্রথম দুটি চরণ শায়খ শরফুদ্দীন সা'দী (রহ.)-এর রচিত, যা তাঁর প্রসিদ্ধ *গুলিস্তাঁ* কিতাবে রয়েছে। তাই হয়তো এই কবিতাটি তিনিই রচনা করেছেন। তবে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার এবং তোমার হাবীব (সা.)-এর পবিত্র নামসমূহের বরকত, হাসানাত ও ফুয়ুযাত দান করুন। আমীন।

২০ আগস্ট ২০১৫ **মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী**
চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَفِيْعٌ، مُّطَاعٌ، نَبِيٌّ، كَرِيْمٌ	١	قَسِيْمٌ، جَسِيْمٌ، بَسِيْمٌ، وَّسِيْمٌ
بَشِيْرٌ، نَذِيْرٌ، وَّمُدَّثِّرٌ	٢	رَسُوْلٌ، مُّبِيْنٌ، رَشِيْدٌ، حَلِيْمٌ
وَطٰهَ، وَيٰس، وَمُزَّمِّلٌ	٣	نَجِيُّ الْإِلٰهِ بِصَوْتٍ رَّخِيْمٍ
سِرَاجٌ مُّنِيْرٌ كَشَمْسِ الضُّحٰى	٤	وَخَيْرُ الْبَرَايَا، وَنُوْرٌ قَدِيْمٌ
وَمَوْلَى الْوَرٰى، رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ	٥	ثِمَالُ الْيَتِيْمِ، وَمَأْوَى الْعَدِيْمِ
دَلِيْلٌ إِلَى الْخَيْرِ، دَارُ الْحِكَمِ	٦	سَمِيْعٌ، بَصِيْرٌ، خَبِيْرٌ، عَلِيْمٌ
وَعَبْدٌ، شَكُوْرٌ، صَبُوْرٌ، هَجُوْدٌ	٧	سَعِيْدٌ، سَدِيْدٌ، حَمِيْدٌ، حَكِيْمٌ
وَرُوْحٌ، وَّحَقٌّ، قَوِيٌّ، مَّتِيْنٌ	٨	وَمُحْيِيٌ، وَّمُنْجِيٌّ، نَجْيٌ، كَلِيْمٌ
صَدُوْقٌ، أَمِيْنٌ، حَفِيٌّ، مَّكِيْنٌ	٩	نَبِيْهٌ، وَّجِيْهٌ، وَّعَيْنُ النَّعِيْمِ
تَقِيٌّ، نَقِيٌّ، صَفِيٌّ، وَفِيٌّ	١٠	زَكِيٌّ، رَضِيٌّ، وَّخُلُقٌ عَظِيْمٌ
وَكِيْلٌ، كَفِيْلٌ، مُّقِيْلُ الْعِثَارِ	١١	خَلِيْقٌ، طَلِيْقٌ، ضَحُوْكٌ، بَسِيْمٌ
وَصَفْوَةُ خَلْقٍ، وَعَبْدُ الْإِلٰهِ	١٢	وَبُرْهَانُ حَقٍّ، صِرَاطٌ قَوِيْمٌ
حَبِيْبُ الْإِلٰهِ، خَلِيْلُ الْإِلٰهِ	١٣	وَقَائِدُ غُرٍّ، جَلِيْلٌ، فَخِيْمٌ

وَأَخْشَى الْبَرَايَا، وَأَتْقَى الْوَرَىٰ	١٤	مُنِيْبٌ، حَنِيْفٌ، عَفِيْفٌ، رَّحِيْمٌ
رَسُوْلُ الْـمَلَاحِمِ، وَالْـمُصَطَفَىٰ	١٥	وَخَيْرُ الْوَرَىٰ، ذُو الْعَطَاءِ الْعَمِيْمِ
نَبِيُّ الْـمَرَحِمِ، وَالْـمُجْتَبَىٰ	١٦	حَسِيْبٌ، نَسِيْبٌ، نَجِيْبٌ، صَمِيْمٌ
هُوَ الصَالِحُ، الصَّادِقُ، الْـمُؤْتَمَنُ	١٧	رَوَاءُ الْعَلِيْلِ، شِفَاءُ السَّقِيْمِ
هُوَ الْأَعْلَمُ، الْأَكْرَمُ، الْـمُرْتَجَىٰ	١٨	صَفُوْحٌ، نُصُوْحٌ، عَفُوٌّ، كَرِيْمٌ
هُوَ الْفَاتِحُ، الْـخَاتِمُ، الْـمُقْتَفِيْ	١٩	مُلْقَى الْقُرْآنِ وَوَحْيٍ رَقِيْمٍ
هُوَ الْعَاقِبُ، الْـحَاشِرُ، الْـمُسْتَغَاثُ	٢٠	مُجِيْرُ الْوَرَىٰ مِنْ عَذَابِ الْـجَحِيْمِ
هُوَ الشَّاهِدُ، الْـمُنْذِرُ، الْـحَائِدُ	٢١	شَفِيْقٌ، رَّفِيْقٌ، وَّلِيٌّ، حَمِيْمٌ
هُوَ الْأَحْسَنُ، الْأَجْوَدُ، الْأَشْجَعُ	٢٢	أَغَرُّ الْـجَبِيْنِ، جَمِيْلٌ، وَّسِيْمٌ
هُوَ الْأَبْيَضُ، الْأَبْلَجُ، الْأَدْعَجُ	٢٣	جَلِيْلُ الْـمُشَاشِ، مَلِيْحٌ، قَسِيْمٌ
بَشَارَةُ عِيْسَىٰ، وَوَعْظُ الْكَلِيْمِ	٢٤	دُعَاءُ الْبَرَاهِيْمِ عِنْدَ الْـحَطِيْمِ
مُحَمَّدٌ، الْـمُرْسَلُ، الْـمُنْتَقَىٰ، الْـمُقَدَّسُ	٢٥	عَنْ كُلِّ وَصْفٍ ذَمِيْمٍ
أَبُو الطَّيِّبِ، الْأَعْظَمُ، الْـمُرْتَضَىٰ	٢٦	أَبُوْ الطَّاهِرِ، السَّيِّدُ، الْـمُسْتَقِيْمُ
وَأَحْمَدُ؛ اسْمٌ أَتَىٰ فِي الْكُتُبِ	٢٧	وَإِنْجِيْلِ عِيْسَىٰ، وَلَوْحِ الْكَلِيْمِ
وَكُلُّ النَّبِيِّيْنَ وَالْـمُرْسَلِيْنَ	٢٨	بِهِ بَشَّرُوْا مُنْذُ عَصْرِ قَدِيْمٍ
وَفَارَ قُلِيْطٌ، أُحِيْدٌ، أُحَادٌ	٢٩	مَجِيْدٌ، نَجِيْدٌ، رَّقِيْبٌ، زَعِيْمٌ
شَهِيْدٌ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	٣٠	عِمَادٌ، مَّلَاذٌ، شَفِيْعُ الْأَنِيْمِ

رَسُوْلٌ، شَفُوْقٌ، عَزِيْزٌ، حَرِيْصٌ	٣١	وَبِالْـمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ، رَّحِيْمٌ
وَبَرٌّ، وَّبَحْرٌ حَنَانٌ، لَّطِيْفٌ	٣٢	وَلِلْمُذْنِبِيْنَ شَفِيْعٌ عَظِيْمٌ
عَلِيٌّ الْـمَقَامِ، شَفِيْعُ الْأَنَامِ	٣٣	وَمِفْتَاحُ أَبْوَابِ دَارِ النَّعِيْمِ
نَبِيُّ الْوَرَىٰ، خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ	٣٤	رَسُوْلُ أَتَانَا بِدِيْنٍ قَوِيْمٍ
إِمَامُ الْـهُدَىٰ، سَيِّدُ الْـمُرْسَلِيْنَ	٣٥	كَرِيْمُ السَّجَايَا، غِيَاثُ الْـهَضِيْمِ
خَطِيْبُ النَّبِيِّيْنَ وَالْـمُرْسَلِيْنَ	٣٦	فَصِيْحُ الْبَيَانِ كَدُرٍّ نَظِيْمٍ
إِمَامُ النَّبِيِّيْنَ وَالْـمُرْسَلِيْنَ	٣٧	وَهَادٍ، وَّدَاعٍ بِإِذْنِ الْكَرِيْمِ
خِتَامُ النَّبِيِّيْنَ وَالْـمُرْسَلِيْنَ	٣٨	مُقَفٍّ، وَّمَاحٍ، قَثُوْمٌ، مُّقِيْمٌ
خِتَامُ السَّلَامِ كَمِسْكِ الْـخِتَامِ	٣٩	لِـخِتْمِ الْكِرَامِ نَبِيٍّ فَخِيْمٍ
وَأَصْحَابُهُ الْأَصْفِيَاءُ الْكِرَامِ	٤٠	مَدَى الدَّهْرِ مَا دَامَ يَجْرِي النَّسِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله الَّذِيْ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ.

॥এক ॥

شَفِيْعٌ، مُّطَاعٌ، نَبِيٌّ، كَرِيْمٌ	১	قَسِيْمٌ، جَسِيْمٌ، بَسِيْمٌ، وَّسِيْمٌ

কবিতার প্রথম এ ছত্রে মহানবী (সা.)-এর ৮টি বরকতময় নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক হুযুর আকরম (সা.)-এর এক একটি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. **শাফী'উন্ (شَفِيْعٌ):** সুপারিশকারী। শা-ফী'উন্ (شَافِعٌ) শব্দের অর্থও সুপারিশকারী। তবে প্রথম শব্দে আধিক্যের অর্থ রয়েছে অর্থাৎ বেশি বেশি সুপারিশআরী। কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম হুযুর (সা.) সুপারিশ করবেন, তিনি ইরশাদ করেন,

«وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ».

'আমিই প্রথম সুপারিশকারী।'[১]

২. **মুত্বা'উন্ (مُّطَاعٌ):** আনুসরণীয়। এটি طَاعَةٌ শব্দ থেকে কর্মবাচক বিশেষ্য (اسم مفعول), অর্থ: সেই মহান সত্তা যাঁকে অনুসরণ করা হয়। ইমাম

[১] (ক) ইবনে আবু শায়বা, *আল-মুসান্নাফ ফীল আহাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৬, পৃ. ৩১৭, হাদীস: ৩১৭২৮, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৭, পৃ. ১১, হাদীস: ১০৯৭৮; (গ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৪৪০, হাদীস: ৪৩০৮, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (ঘ) আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৫০, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (ঙ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৬, পৃ. ১৫, হাদীস: ৩৬১৬

আবুল খাত্তাব ইবনে দিহইয়া আল-কলবী (রহ.) বলেন, বহু আলেম হুযুর (রাযি.)-এর এ মুবারক নাম নিম্নোক্ত আয়াতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন–

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝

'যাকে মান্য করা হয়, যে বিশ্বাসভাজন।'[১]

এ ছাড়া পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেও আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন–

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

'এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।'[২]

আরও ইরশাদ হচ্ছে যে,

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۝

'(আমি রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে,) আল্লাহর নির্দেশে যেন তাঁর আনুগত্য করা হয়।'[৩]

৩. **নাবী (نَبِيٌّ)**: সংবাদদাতা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

১. শব্দটি نَبْوَةٌ থেকে গঠিত হলে অর্থ হবে, উচ্চ মর্যাদাবান। নবীকে এ জন্য নবী বলা হয় যে, তিনি যুগের সকল থেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। যেমন– ভূমির উঁচু ঢিলাকে نَبْوَةٌ বলা হয়।

২. যদি نَبِيٌّ শব্দটি نَبَأٌ ধাতু থেকে নির্গত হয় তখন এর অর্থ হবে, উপকারী সংবাদ। অত্যন্ত উপকারী, সন্দেহাতীত, তিলধরনের মিথ্যার অবকাশ নেই—এ তিনগুণের সমাহার-বিশিষ্ট খবরকে نَبَأٌ বলা হয়। তাই নবীকে এ জন্য নবী বলা হয় যে, তিনি এমন বিষয়ের খবর দেন, যা সুস্থ বিবেক মেনে নেয়, যা অত্যন্ত উপকারী এবং যাতে তিল পরিমাণ মিথ্যার অবকাশ নেই।

ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) *আর-রিয়াযুল আনীকা*

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাকবীর*, ৮১:২১

[২] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১৩২

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৬৪

ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'নবী তিনিই, যিনি আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্যের খবরসমূহ বলেন।'

এ প্রসঙ্গে আল্লামা কাযী আয়ায (রহ.) বলেন, 'نُبُوَّةٌ (নুবুওয়াত) যদি نَبْأٌ (নাব্উন্) শব্দ থেকে গঠিত হয়, তখন অর্থ হবে, খবর। আল্লাহ তা'আলা যাকে নিজ গায়ব (অদৃশ্য) বিষয়ে অবহিত করেছেন এবং তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর নবী অথবা তিনি অহীর খবরদাতা, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর হাকীকতসমূহের সংবাদদাতা, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবগত করেছেন।'[১]

তিনি আরও বলেন, 'নুবুওয়াত মানে অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়া এবং গায়ব (অদৃশ্য)-এর খবরসমূহ আল্লাহর নির্দেশে বলাই নুবুওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।'[২]

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহ.) লিখেছেন, نُبُوَّةٌ (নুবুওয়াত) الْإِنْبَاءُ শব্দ থেকে গঠিত। অর্থাৎ খবর দেয়া। এটি فَعِيْلٌ-এর ওজনে। আর فَعِيْلٌ কখনো কর্তাবাচক বিশেষ্যের (اسم فاعل)-এর অর্থে আসে। তখন অর্থ হবে, খবরদাতা। আর কখনো কর্মবাচক বিশেষ্য (اسم مفعول)-এর অর্থে আসে। তখন অর্থ হবে, দেয়া সংবাদ। আর এখানে দুটি অর্থই অপরিহার্য (অর্থাৎ খবরদাতার জন্য জরুরি যে, আল্লাহর পক্ষে থেকে তাকে খবর সম্পর্কে অবগত করা)।[৩]

ইমাম মুরতাযা আয-যুবায়দী (রহ.) লিখেছেন,

وَالنَّبِيءُ هُوَ الْـمُخْبِرُ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَخْبَرَهُ بِتَوْحِيْدِهِ، وأَطْلَعَهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَبِيُّهُ.

'নবী তিনিই, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর দেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে স্বীয় তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর খবর দিয়েছেন এবং তাঁর গায়ব (অদৃশ্য) বিষয়ে অবগত করেছেন। আর হুযুর (সা.)-কে তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে

---

[১] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৫০
[২] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৫০
[৩] ইবনে তায়মিয়া, *আন-নুবুওয়াত*, খ. ২, পৃ. ৮৮৩

জানিয়েছেন।'[১]

আরবী ভাষার অভিধান *আল-মুনজিদে* এ নুবুওয়াত শব্দের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে যে, 'নুবুওয়াত মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম (প্রত্যাদেশ) লাভ করে গায়ব বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খবর দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খবর দেওয়া।'[২]

আর 'নবী' শব্দের অর্থ এভাবে করা হয়েছে যে, 'নবী মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের ভিত্তিতে গায়ব (অদৃশ্য) বিষয়ে অথবা ভবিষ্যতের বিষয়ে সংবাদদাতা। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খবরদাতা।'[৩]

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম মতে, نَبِيٌّ (নাবী) শব্দটি نَبَأَ، يَنْبَأُ ক্রিয়া থেকে فَعِيْلٌ (ফা'ঈল)-এর ওজনে স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্যরূপ (صفت مشبه)। نَبَأَ মানে খবর দেওয়া। নবী মানে খবরদাতা, খবর রাখনেঅলা। কারণ যিনি খবর রাখেন না তিনি খবর দিতে পারেন না। খবর তিনিই দিতে পারেন যিনি খবর রাখেন বা অবগত। যেহেতু নবী শব্দটি স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য (صفت مشبه) আর এ প্রকার শব্দ-রূপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে স্থায়িত্ব এবং অবিরতের অর্থ বিদ্যমান অর্থাৎ নবী সেই মহান সত্তা যিনি নিজে সবসময় জ্ঞাত এবং অপরকে খবরদাতা।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, নবী মানে কোন প্রকারের খবরদাতা? প্রত্যেক খবরদাতাকে কি নবী বলা যাবে? এর উত্তর হবে, না-বাচক। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা এটি প্রমাণিত বিষয় যে, প্রত্যেক প্রকারের খবরদাতাকে আবরীতে মুখবির (مُخْبِرٌ) বলা হয়, কিন্তু নবী বলা হয় না। নবী শুধু সেসব মহান সত্তা যিনি গায়ব (অদৃশ্য)-এর খবর দেন। আর সেসবও এমন খবর, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ দিতে পারেন না। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা এ অর্থ বোঝা যায়:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ

'হে হাবীব! এসব গায়ব (অদৃশ্য)-এর সংবাদ, যা আমি আপনার

---

[১] মুরতাযা আয-যুবাইদী, *তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস*, খ. ১, পৃ. ২৫৫

[২] কুরাউন নামল, *আল-মুনাজ্জাদ ফিল লুগাহ*, পৃ. ২৮৪

[৩] কুরাউন নামল, *আল-মুনাজ্জাদ ফিল লুগাহ*, পৃ. ২৮৪

প্রতি অহী করে থাকি।'[১]

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ

'এ (বিবরণ) এসব গায়েব সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি আপনার প্রতি অহী করি।'[২]

أَنْبَأَ (আন্‌বাআ) শব্দটি نَبَأَ (নাবাআ)-এর বহুবচন। এটা থেকে نَبِيٌّ (নবী) শব্দ গঠিত। উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-এর প্রতি প্রেরিত অহীকে اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ (গায়বের সংবাদসমূহ) বলে আখ্যায়িত বরেছেন। সুতরাং অহী যেন অদৃশ্যের জ্ঞানের নাম। আর নবী তিনি হন, যাকে আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন এবং তাঁর পবিত্র যুবানের মাধ্যমেই লোকদের কাছে অদৃশ্যের খরবসমূহ পৌঁছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, নুবুওয়াতের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইলমে গায়ব (অদৃশ্যের জ্ঞান) লাভ করার সাথে সম্পৃক্ত। অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক হওয়া ছাড়া কোন নবী নবী হতে পারেন না।

হুযুর আকরম (সা.) বেশি বেশি গায়বের সংবাদদাতা। আর এটা তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআন মজীদে শুধু তাকেই নবী ও রাসূল ইত্যাদি উপাধিতে সম্বোধন করা হয়েছে। হুযুর (সা.)-এর নামটি কুরআন করীমে অনেকবার এসেছে। যেমন–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ

'এরা এসব লোক যারা এ রাসূলের অনুসরণ করে, যিনি উম্মি (লকবধারী) নবী।'[৩]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

'হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং এসব মুসলমান যারা আপনার অনুসরণ করেন।'[৪]

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ۗ

'নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি নিকটে।'[১]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:৪৪
[২] আল-কুরআন, *সূরা হূদ*, ১১:৪৯
[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:১৫৭
[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-আনফাল*, ৮:৬৪

৪. **কারীম (كَرِيْمٌ)**: অনুগ্রহকারী, মহাদানশীল, অত্যন্ত মহৎ সম্মানিত। এর অর্থ হচ্ছে, সকলপ্রকার কল্যাণ ও মহত্বের পরিপূর্ণ ধারক সত্তা অথবা সেই মহান সত্তা যিনি নিজেকে মর্যাদা দিয়েছেন অর্থাৎ যিনি প্রত্যেক ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ছিলেন।[২]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝

'নিশ্চয় এ (কুরআন) মহামর্যাদাবান ও সম্মানিত রাসূলের (পঠিত) কালাম।'[৩]

উক্ত আয়াতে رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝ (সম্মানিত রাসূল) মানে কারো মতে, হযরত জিবরায়ীল (আ.)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা হুযুর (সা.)-কে বোঝানো হয়েছে। আর এ অর্থই সঠিক এবং আয়াতের পূর্বাপর অর্থের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কারণ এ আয়াতের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۭ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

'আর এটা কোন কবির কালাম নয়। (কিন্তু) তোমরা খুব কম সংখ্যকই ঈমান এনে থাক। আর এটি কোন গণকের কালাম নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।'[৪]

মক্কার মুশরিকগণ কবি ও গনক হওয়ার অপবাদ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর প্রতি আরোপ করতো না, বরং হুযুর নবী করীম (সা.)-এর প্রতি থাকতো। সুতরাং এ অর্থ নির্দিষ্ট হলো যে, আয়াতে رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝ দ্বারা হুযুর (সা.)-এর পবিত্র সত্তাকেই বোঝানো হয়েছে।

হযরত উম্মে সালমা (রাযি.) ইরশাদ করেন,

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيِيًّا كَرِيْمًا».

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক ও মহাসম্মানিত।'[৫]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:৬

[২] আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ২১১

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-হাক্কা*, ৬৯:৪০

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-হাক্কা*, ৬৯:৪১–৪২

[৫] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪৪, পৃ. ২৬৯, হাদীস: ২৬৬৬৯, (খ) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ৩৩৫, হাদীস: ৬৯০৭; (গ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৪, পৃ. ১৮, হাদীস: ৬৭৫৯

৫. **কাসীম (قَسِيْمٌ)**: অথবা কাসেম (قَاسِمٌ) উভই সমার্থক শব্দ, অর্থ: বণ্টনকারী। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ».

'নিশ্চয় আমি বণ্টনকারী এবং আল্লাহ দানকারী।'[১]

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللهُ يُعْطِيْ».

'নিশ্চয় আমি বণ্টনকারী এবং ভাণ্ডারঅলা আর আল্লাহ আমাকে দানকারী।'[২]

সুতরাং আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে যা কিছু দান করেন হুযুর (সা.)-এর মাধ্যমেই বণ্টন করে থাকেন।

৬. **জাসীম (جَسِيْمٌ)**: বিরাট, সুমহান, বৃহৎ। এটি 'আযীম (عَظِيْمٌ) শব্দের সমার্থক। যেহেতু আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মধ্যে হুযুর (সা.)-এর বিরাটত্ব তেমনই যা একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁকে সবদিক দিয়ে মহান করে সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

'হে রাসূল! আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[৩]

৭. **বাসীম (بَسِيْمٌ)**: এটি بَسَمَ (বাসামা) ক্রিয়া থেকে গুণবাচক বিশেষ্য (صفت مشبه), অর্থ: মৃদ বা মুচকি হাসিদানকারী। হুযুর (সা.)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, তিনি কখনো হা হা করে কিংবা মুখ খুলে হাসতেন না। হাসির মুহূর্তে সাধারণত তিনি মুচকি হাসতেন। যেমন– হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[১] (ক) আল-বায্যার, ***আল-মুসনদ***, খ. ১৪, পৃ. ১৭৪, হাদীস: ৭৭১৮; (খ) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, ***আল-মুসনদ***, খ. ১০, পৃ. ২৩৮, হাদীস: ৫৮৫৫; (গ) আত-তাহাবী, ***শরহু মাশকিলি আসার***, খ. ৪, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৬৯১

[২] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ৮৪

[৩] আল-কুরআন, ***সূরা আল-কলম***, ৬৮:৪

«مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ».

'আমি নবী করীম (সা.)-কে কখনো এভাবে (হা-হা করে) হাসতে দেখেনি যে, তা মুখ-গহ্বরের পূর্ণ অংশ আমার নজরে এসেছে, বরং তিনি (আনন্দ ও প্রসন্নতার মুহূর্তে) মুচকি হাসি হাসতেন।'[১]

৮. **ওয়াসীম (وَسِيْمٌ):** সুদর্শন, সুশ্রী, সুন্দর চেহারা-বিশিষ্ট কমনীয়। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে হুযুর (সা.)-এর চেয়ে সুদর্শন আর কেউ ছিলেন না। তাই তিনি ওয়াসীম। হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا».

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন আর তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[২]

॥দুই॥

بَشِيْرٌ، نَذِيْرٌ، وَّمُدَّثِّرٌ	২	رَسُوْلٌ، مُّبِيْنٌ، رَشِيْدٌ، حَلِيْمٌ

কবিতার এ লাইনে হুযুর (সা.)-এর ৭টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নামই আপন মহিমায় ভাস্বর এবং হুযুর (সা.)-এর এক একটি বৈশিষ্ট্যের ধারক।

১. **বাশীর (بَشِيْرٌ):** এটি বাশারাতুন্ (بَشَارَةٌ) শব্দ থেকে ফা'ঈলুন্ (فَعِيْلٌ)-এর ওজনে মুবালাগা (مُبَالَغَةٌ)-এর শব্দরূপ। بُشْرَىٰ বা بِشَارَةٌ অর্থ: ভালো ও মঙ্গলজনক বিষয়ের সংবাদ দেওয়া। সুতরাং বাশীরের অর্থ হবে, সুসংবাদদাতা, আনন্দের খবরদাতা।[৩]

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬১৬, হাদীস: ৮৯৯

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ৩৫৪৯

[৩] আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ১৩১

হুযূর (সা.)-কে এ নামে এ জন্য ডাকা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুসংসাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿١١٩﴾

'হে রাসূল! নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা এবং ভয়-প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।'[১]

এক স্থানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীব (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, লোকদেরকে নিজের এ গুণ সম্পর্কে যেন অবহিত করা হয়। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾

'(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ হতে ভয় প্রদর্শকারী এবং সুসংবাদদানকারী।'[২]

২. **নাযীর (نَذِيرٌ)**: অর্থ: ভীতি-প্রদর্শনকারী, সতর্ককারী। ইমাম কাযী আয়ায (রহ.) বলেন, 'পাপী ও অন্যায়কারীদের জন্য হুযুর (সা.) হচ্ছেন নাযীর বা ভীতি-প্রদর্শনকারী।'[৩]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴿١٩﴾

'নিশ্চয় তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকারী এসেছেন।'[৪]

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হুযুর আকরম (সা.)-কে গুণবাচক নাম দ্বারাও আহ্বান করেছেন। যেমন–

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ﴿١٢﴾

'(হে সম্মানিত রাসূল!) আপনি তো শুধু ভয়প্রদর্শনকারী।'[৫]

পবিত্র কুরআনের নানা স্থানে এ গুণের উল্লেখ রয়েছে।

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১১৯
[২] আল-কুরআন, *সূরা হূদ*, ১১:২
[৩] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৩৭
[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-মায়িদা*, ৫:১৯
[৫] আল-কুরআন, *সূরা হূদ*, ১১:১২

৩. **মুদ্দাস্‌সির (مُدَّثِّرٌ)**: এ শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি প্রকৃত অর্থ আর অন্যটি রূপক অর্থ। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ। যখন হুযুর (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম অহী নাযিল হয় তখন তিনি হেরা পর্বত থেকে ঘরে ফিরে এসে হযরত খদীজা (রাযি.)-কে বললেন, আমার ওপর চাদর জড়িয়ে দাও। তিনি তাই করলেন। হুযুর (সা.)-এর চাদর জড়িয়ে শুয়ে থাকার এ দৃশ্য মহান রবের কাছে অপূর্ব লেগেছিল বলেই এ দৃশ্যকে চিরভাস্বর করে রাখার জন্য আল্লাহ সাথে সাথেই প্রিয় হাবীবকে এ বলে আহ্বান করলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١

'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত (হাবীব)!'[১]

এ নাম হুযুর (সা.)-এর সাথে মহান স্রষ্টার নিবীড় সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

কতিপয় বিজ্ঞ আলেম এর রূপক অর্থের বর্ণনায় বলেন, মুদ্দাসসির অর্থ কুরআনের বাহক। কেউ কেউ বলেছেন, নুবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব বহনকারী। যেহেতু হুযুর (সা.)-এর ধারক ও বাহক এবং নুবুওয়াত ও রিসালাতের কঠিন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেহেতু তাঁকে এ নামে আহ্বান করা হয়।[২]

৪. **রাসূল (رَسُوْلٌ)**: অর্থ: প্রেরিত, আল্লাহ-প্রেরিত মহাপুরুষ। আভিধানিক অর্থে রাসূল সেই মহান ব্যক্তিকে বলে যিনি আপন প্রেরণকারীর খবরসমূহের অনুসরণ করেন।[৩] অথবা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ নবী-রাসূল।[৪]

ইমাম আল-আযহারী (রহ.) বলেন, 'রাসূল তিনিই, যিনি আপন প্রেরণকারীর সংবাদসমূহের প্রচার করেন।'[৫]

শরীয়তের পরিভাষায়: রাসূল সেই মহান ব্যক্তিকে বলা হয়, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা নতুন শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি লোকদেরকে তাঁর প্রতি আহ্বান করেন।[১]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির*, ৭৪:১

[২] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২১১

[৩] ইবনে মনযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ১১, পৃ. ২৮১

[৪] আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন*, পৃ. ৩৫২

[৫] আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ১৬৭

আল্লাহ তা'আলা অন্য নবী-রাসূলের মতো হুযুর (সা.)-কে তাঁর সত্তাগত নাম দ্বারা আহ্বান করেননি। বরং পুরো কুরআন শরীফে রাসূল ও নবী ইত্যাদির মতো উপাধি দ্বারা আপন বন্ধুকে আহ্বান করেছেন। আর এটি হুযুর (সা.)-এর বিশেষত্ব।

হুযুর (সা.)-এর এ নাম মুবারক পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ

'আর মুহাম্মদ (সা.) তো রাসূলই।'[২]

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ

'অতঃপর তোমাদের মাঝে সেই (মর্যাদাবান) রাসূল তাশরীফ এনেছেন, যিনি সেই কিতাবের সত্যয়নকারী যা তোমাদের সাথে আছে। অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে।'[৩]

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

'যে রাসূলের হুকুম মানলো, নিশ্চয় যে আল্লাহরই হুকুম মানলো।'[৪]

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

'নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে থেকে (এক সম্মানিত) রাসূল তাশরীফ এনেছেন।'[৫]

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ

'মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।'[৬]

৫. **মুবীন (مُّبِيْنٌ):** প্রকাশ্য, প্রকাশকারী, ব্যাখ্যাকারী। মুবীন বলা হয় তাঁকে যিনি প্রত্যেক কিছুকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন।[১] অথবা যার বিষয় সুস্পষ্ট সুস্পষ্ট এবং যার রিসালত তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট করে।[২]

---

[১] (ক) আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ২, পৃ. ৪৭; (খ) আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ২১১

[২] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১৪৪

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:৮১

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:৮০

[৫] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১২৮

[৬] আল-কুরআন, *সূরা আল-ফাতাহ*, ৪৮:২৯

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হুযুর (সা.)-এর গুণবাচক নাম হিসেবে এটা বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

'আর বলে দিন যে, নিশ্চয় (এখন) আমিই (আল্লাহর শাস্তির) স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভীতি-প্রদর্শনকারী।'[৩]

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

'বলুন! হে লোকসকল! আমি শুধু তোমাদের জন্য (আল্লাহর শাস্তির) স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভয়-প্রদর্শনকারী।'[৪]

حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾

'এমন কি তাদের কাছে সত্য (কুরআন) এবং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাকারী রাসূল এসেছে।'[৫]

৬. **রাশীদ (رَشِيْدٌ):** বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, সুবোধ, সরল ও সত্য পথের প্রদর্শক। সত্য পথে আনয়নকারী। সঠিক পথে পরিচালনাকারী।[৬]

হুযুর (সা.)-এর চাচা খাজা আবু তালিব হুযুরের প্রশংসার বলেন,

حَلِيْمٌ، رَشِيْدٌ، عَادِلٌ، غَيْرُ طَائِشٍ ❋ يُوَالِيْ إِلٰـهًا لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِلٍ

'তিনি (সা.) সহিষ্ণু, সঠিক পথপ্রদানকারী, ন্যায়বিচারক, রাগহীন। আর আল্লাহর সাথে ভালোবাসাকারী যিনি তাঁর সম্পর্কে গাফিল নন।'[৭]

হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাযি.) মহানবী (সা.)-এর কবি হুযুরের রওযা শরীফকে লক্ষ করে বলেন,

فَبُوْرِكْتَ يَا قَبَرَ الرَّسُوْلِ وَبُوْرِكَتْ ❋ بِلَادٌ ثَوَى فِيْهَا الرَّشِيْدُ الْـمُسَدَّدُ

'হে রাসূলের কবর শরীফ! তুমি বরকতময় হয়েছো এবং এই

---

[১] আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ২১৩
[২] আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ২৩৩
[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-হিজর*, ১৫:৮৯
[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-হজ*, ২২:৪৯
[৫] আল-কুরআন, *সূরা আয-যুখরাফ*, ৪৩:২৯
[৬] আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৯৪
[৭] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাওয়ীয়া*, খ. ১, পৃ. ২৮০

নগরী বরকতমণ্ডিত হয়েছে, যেখানে হেদায়ত (সঠিক পথ) দানকারী এবং সঠিক পথে পরিচালনাকারী (রাসূল) শায়িত আছেন।'[১]

হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, সূরা আবাসা অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুম (রাযি.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তিনি হুযুর (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন,

«يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرْشِدْنِيْ».

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সত্য ও সঠিক পথ দেখান।'[২]

৭. **হালীম (حَلِيْمٌ):** পরম সহনশীল। সহিষ্ণুতা উন্নত চারিত্রিক গুণ। হুযুর (সা.)-এর মধ্যে যাবতীয় উন্নত চারিত্রিক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। সহিষ্ণুতার চরম বিকাশ ঘটেছিল হুযুরের উন্নত চরিত্রের মধ্যে। তাইতো তিনি হালীম (পরম সহিষ্ণু)। হযরত আবদুল রহমান ইবনে আবযী (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْلَمِ النَّاسِ وَأَصْبَرِهِمْ وَأَكْظَمِهِمْ لِلْغَيْظِ».

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সহিষ্ণুতাপরায়ণ, সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও সর্বাধিক ক্রোধ সংবরণকারী।'[৩]

॥তিন॥

وَطٰهَ، وَيٰس، وَمُزَّمِّلٌ	৩	نَجِيُّ الْإِلٰهِ بِصَوْتٍ رَّخِيْمٍ

কবিতার ছত্রে হুযুর (সা.)-এর ৪টি নাম মুবারক উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক হুযুর (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। যেমন–

১. **ত্বোয়া-হা (طٰهٰ):** এ শব্দ পবিত্র কুরআনের বিচ্ছিন্ন অক্ষর (حروف مقطعات)

---

[১] হাস্সান ইবনে সাবিত, *আদ-দিওয়ান*, পৃ. ৬১

[২] (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১৯, পৃ. ২১১–২১২; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৩২, হাদীস: ৩৩৩১

[৩] আবুশ শায়খ আল-আসফাহানী, *আখলাকুন্নবী ওয়া আদাবুহু*, পৃ. ৪৬৮, হাদীস: ১৭৫

-এর অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞ আলিমগণ এটিকে হুযুর (সা.)-এর পবিত্র নামের মধ্যে গণনা করেছেন।[১]

হযরত আবু ইয়াহইয়া আত-তায়মী (রহ.)-এর বর্ণনায় বর্ণিত যে, ত্বোয়াহা হুযুর (সা.)-এর গুণবাচক নাম।[২]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

طٰهٰ ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۙ

'তোয়াহা (হে মাহবুব!) আমি আপনার ওপর কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করেনি যে, আপনি কষ্টে পড়বেন।'[৩]

পবিত্র কুরআন যেহেতু হুযুর (সা.)-এর ওপরই অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু তোয়াহা হুযুর (সা.)-এরই নাম।[৪]

আল্লামা ইসমাঈল হক্কী (রহ.) *তাফসীরে রূহুল বয়ানে* লিখেছেন যে, 'উক্ত আয়াতে আপনার ওপর (عَلَيْكَ ۙ) সম্বোধন দ্বারা বোঝা যায়, তোয়াহা শব্দের পূর্বে আহ্বান নির্দেশক অব্যয় ইয়া (يَا) حرف نداء উহ্য রয়েছে। এটা মূলত يَا طَهَ (আয় তোয়াহা) যার অর্থ হচ্ছে, হে প্রিয় তোয়াহা!।'[৫]

তিনি আরও লিখেছেন, 'তোয়াহা (طٰهٰ ۚ) শব্দের অক্ষর পৃথক পৃথক করে এ ব্যাখ্যা করা যায় যে। যেমন– طَا (ত্বোয়া-) মানে طَالِبُ الشَّفَاعَةِ لِلنَّاسِ (লোকদের জন্য শাফাআত প্রার্থনাকারী) আর هَا (হা-) মানে هَادِيُ الْبَشَرِ (সমস্ত মানুষকে হিদায়ত দানকারী)।'[৬]

নবী আকরম (সা.) কিয়ামত দিবনে সমস্ত লোকের জন্য শাফাআত করবেন এবং সকল মানব-দানবকে তিনি সৎপথ প্রদর্শনকারী, তাই তিনি তোআহা। অথবা তোআহা এ অর্থেও ব্যবহার হয় যে, طَا

---

[১] (ক) আয-যুরকানী, ***শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, খ. ৪, পৃ. ২০৩; (খ) কাযী আয়ায, ***আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা***, খ. ১, পৃ. ২৪৩

[২] আল-আজুর্‌রী, ***আশ-শরীয়ত***, খ. ৩, পৃ. ১৪৮৯, হাদীস: ১০১৫

[৩] আল-কুরআন, ***সূরা তোয়াহা***, ২০:১–২

[৪] আল-বায়হাকী, ***দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত***, খ. ১, পৃ. ১৬০, হাদীস: ৬৫

[৫] ইসমাঈল হক্কী, ***রূহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৫, পৃ. ৩৬১

[৬] ইসমাঈল হক্কী, ***রূহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন***, খ. ৫, পৃ. ৩৬১

(ত্বোয়া-) মানে সমস্ত গুনাহ থেকে পুত-পবিত্র আর هَا (হা-) মানে সমস্ত অদৃশ্যের ধারকের মারেফত দানকারী।

উক্ত অর্থের ভিত্তিতে এ নাম হুযূর (সা.)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি এবং প্রত্যেক প্রকারের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। আর তিনি মহান স্রষ্টার মারেফত প্রদানে লোকদেরকে পথপ্রদর্শনও করেন। তাই তিনি তোয়াহা।

অনেক তাফসীরে এও রয়েছে যে, সংখ্যাবিজ্ঞান মতে, طَا (ত্বোয়া-)-এর মান ৯ আর هَا (হা-)-এর মান ৫। উভয়ের সমষ্টি হচ্ছে ১৪ চৌদ্দ)। আর চন্দ্র পরিপূর্ণ হতে সময় লাগে ১৪ দিন। ১৪ দিবসের চাঁদকে আরবীতে বদর বলা হয়। সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে অত্যন্ত প্রিয়ভঙ্গিতে এভাবে সম্বোধন করেছেন যে, হে পূর্ণিমার চাঁদ। আর পূর্ণিমার চাঁদ দ্বারা হুযুর (সা.)-এর পরিপূর্ণ মর্যাদা ও মহত্বের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

২. **ইয়াসীন (يٰس):** এটিও পবিত্র কুরআনের বিচ্ছিন্ন হফরগুলো (حروف مقطعات)-এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ইয়াসীন হুযুর (সা.)-এর পবিত্র নামসমূহের মধ্যে একটি নাম।'[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ইয়াসীন (يٰس) অর্থ: হে ইনসানে কামেল!'[২] আর ইনসানে কামেল (পরিপূর্ণ মানব) হলেন হুযুর (সা.)।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) বলেন, ইয়াসীন (يٰس) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে সম্বোধন করেছেন। যা পরবর্তী আয়াতে إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (নিশ্চয় আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত)[৩]-এর সম্বোধনবাচক অক্ষর কাফ (كَاف) দ্বারা বোঝা যায়।[৪]

---

[১] আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ১৫
[২] আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ১৫
[৩] আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসীন*, ৩৬:৩
[৪] ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ. ২৬, পৃ. ২৫১

আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) *তাফসীরে মাযহারী*তে হযরত আবু বকর আল-ওয়ার্‌রাক (রহ.)-এর সূত্রে লিখেছেন যে, ইয়াসীন অর্থ: يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ (হে মানবকুল সরদার!)।[১] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে ইয়া সাইয়িদাল বাশার বলে আহ্বান করেছেন।

হুযুর নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللهَ سَمَّانِيْ بِسَبْعَةِ أَسْمَاءٍ: مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَطٰهٰ، وَيٰس، وَالْـمُزَّمِّلُ، وَالْـمُدَّثِّرُ، وَعَبْدُ اللهِ».

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার ৭টি নাম রেখেছেন: মুহাম্মদ, আহমদ, তোয়াহা, ইয়াসীন, মুয্‌যাম্মিল, মুদ্দাসসির ও আবদুল্লাহ।'[২]

৩. **মুয্‌যাম্মিল (مُزَّمِّلٌ):** পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-কে এভাবে আহ্বান করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ ١

'হে বস্ত্রাবৃতকারী (রাসূল)।'[৩]

ইমাম ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) বলেন, 'ভালোবাসাপূর্ণ এ নাম আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে এজন্য প্রদান করেছেন যে, যখন এ আয়াত আবতীর্ণ হচ্ছিল তখন তিনি চাদর মুড়ে শুয়ে ছিলেন।'[৪]

আল্লাহ তা'আলার নিকট হুযুর (সা.)-এর প্রতিটি কাজই পছন্দনীয়। এ নামও তাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলার গভীর ভালোবাসার পরিচায়ক।

৪. **নাজিয়ুল্লাহ (نَجِيُّ اللهِ):** نَجِيٌّ শব্দের অর্থ: গোপনে কথা বলা, রহস্যপূর্ণ কথা বলা। এটা একবচন ও বহুবচন উভয় ব্যবহার হয়।[১]

---

[১] (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, খ. ৮, পৃ. ৭১; (খ) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৪, পৃ. ১৫

[২] (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ১৫; (খ) ইসমাঈল হক্কী, *রূহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫; (গ) আল-মাওয়ারদী, *আন-নুকাতু ওয়াল উয়ূন*, খ. ৫, পৃ. ৫, হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল*, ৭৩:১

[৪] ইবনে কসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, খ. ৮, পৃ. ২৬১

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۝٥٢

'আর গোপন ও রহস্যের কথা বলার জন্য আমি তাঁকে (বিশেষ) নৈকট্য দান করেছি।'[২]

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۝٨٠

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফ থেকে নিরাশ হয়ে যায় তখন তারা পৃথক হয়ে (পরস্পর) কানাকানি (গোপনভাবে কথা) করতে লাগলো।'[৩]

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে একান্তে গোপন আলাপ করেছিলেন বলে তিনি নাজিয়ুল্লাহ (আল্লাহর সাথে গোপনে আলাপকারী)। সুতরাং এ নামেও হুযুর (সা.)-এর বিশেষত্ব রক্ষিত।

অহী নাযিলের যতো সব পদ্ধতি হুযুর (সা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তা অন্য কোন নবী-রাসূলের জন ছিল না। হযরত মুসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা তুর পাহাড়ে ডেকে নিয়ে গোপন আলাপ করেছিলেন বলে তিনি নাজিয়ল্লাহ। পক্ষান্তরে মিরাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে اَوْ اَدْنٰى ۝٩ (লা-মাকান)-এ নিয়ে গিয়ে একান্ত গোপন আলাপ করেছেন। পবিত্র কুরআনে এ বিশেষ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে,

فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۝١٠

'অতঃপর (আল্লাহ তা'আলা বিনা মাধ্যমে) আপন প্রিয় বান্দাকে যা অহী করার ছিলো অহী করলেন (যা দেওয়ার ছিলো দিয়েছেন এবং যা বলার ছিলো বলেছেন)।'[৪]

সুতরাং হুযুর (সা.)-এর পবিত্র সত্তাই نَجِيُّ اللهِ নামের আসল ধারক ও বাহক।

---

[১] আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন*, পৃ. ৭৯৩

[২] আল-কুরআন, *সূরা মরয়ম*, ১৯:৫২

[৩] আল-কুরআন, *সূরা ইউসুফ*, ১২:৮০

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আন-নাজম*, ৫৩:৯

॥চার ॥

سِرَاجٌ مُّنِيْرٌ كَشَمْسِ الضُّحَىٰ	٤	وَخَيْرُ الْبَرَايَا، وَنُوْرٌ قَدِيْمٌ

এ ছত্রে হুযুর (সা.)-এর ৫টি মুবারক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযুর আকরম (সা.)-এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে। যেমন–

১. **সিরাজ (سِرَاجٌ)**: অর্থ: প্রদীপ। এটি মিসবাহ (مِصْبَاحٌ) শব্দের সমার্থক। অর্থ হচ্ছে, চেরাগে আগুন ধরিয়ে তা থেকে আলো অর্জন করা। তাই চাঁদ, সূর্য এবং প্রত্যেক আলো দানকারী বস্তুকে রূপকভাবে সিরাজ বলা হয়। হুযুর (সা.)-এর জন্যও এ নামটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা সর্বপ্রকার মূর্খতার অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য তাঁর থেকেই আলো অর্জন করা হয় এবং তাঁর নুর দ্বারাই অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হয়।[১]

ইমাম কাযী আবু বকর ইবনুল আরবী (রহ.) বলেন, 'বিজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন যে, 'হুযুর (সা.)-কে সিরাজ এ জন্য বলা হয়েছে, একটি প্রদীপ (চেরাগ) থেকে অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো সত্ত্বেও প্রথম প্রদীপের আলোতে যেমন কোন কমতি হয় না তেমনি সৃষ্টিরজগতের রুশদ ও হেদায়তের সমস্ত প্রদীপ হুযুর (সা.)-এর প্রদীপ থেকে আলোকিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তা সত্ত্বেও তার আলোতে কোন কমতি হয়নি।'[২]

আ'লা হযরত আহমদ রেযা (রহ.) বলেন, 'সিরাজ মানে প্রদীপ না নিয়ে সূর্য অর্থ নেওয়াই উত্তম। কারণ আলো অর্জনে এক প্রদীপ অন্য প্রদীপের মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু স্থায়িত্বে মুখাপেক্ষী হয় না। প্রথম প্রদীপ নিভিয়ে দিলেও দ্বিতীয় প্রদীপের, প্রথম প্রদীপের কোন সাহায্য প্রয়োজন পড়ে না। তা ছাড়া আলোকিত হবার পর সব প্রদীপই সমান মনে হয়। কিন্তু হুযুর (সা.) সে রকম সিরাজ (প্রদীপ) নয়, বরং সৃষ্টি জগত যেভাবে প্রথম অস্থিত্ব লাভের মুহূর্তে তাঁর মুখাপেক্ষী ছিল, তিনি না হলে কিছুই হতো না, প্রত্যেক কিছুই স্থায়িত্ব লাভে তাঁর অধীনস্থ, মাঝখান থেকে তাঁর

---

[১] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২২৪

[২] আস-সালিহী, *সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ১, পৃ. ৪৬৯

সম্পর্ক তুলে নিলে সৃষ্টিজগত মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যাবে। সৃষ্টিজগত অস্থিত্ব লাভের প্রারম্ভে তাঁর থেকে আলোকিত হয়েছে, পরবর্তী অস্থিত্বের প্রতিটি মুহূর্তও তাঁর সাহায্য দ্বারা ধন্য হতে থাকবে। সৃষ্টিকুলে কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।'[১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿۴۶﴾

'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং ভীতি-প্রদর্শনকারী করে প্রেরণ করেছি। আর আপনাকে আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী এবং সিরাজুম মুনীর (আলোকিত প্রদীপ) করে পাঠিয়েছি।'[২]

২. **মুনীর (مُنِيْرٌ):** অর্থ: উজ্জ্বল, আলোকিত, আলোকদানকারী। কেননা হুযুর (সা.) সরাসরি আল্লাহর আলোতে আলোকিত। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর নুর থেকেই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

৩. **সিরাজুম্ মুনীর (سِرَاجٌ مُّنِيْرٌ):** সিরাজ ও মুনীর পৃথকভাবে দুটি নাম। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মুনীর শব্দকে যদি সিরাজ শব্দের গুণ (صفت) ধরা হয় তবে উভয় শব্দ মিলে একটি পৃথক নামে পরিণত হয়। তখন অর্থ হবে, এমন উজ্জ্বল সূর্য, যার আলোতে দাহ ও তাপ নেই। ঠিক দুপুর বেলার সূর্যের মতো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় না। বরং মধ্যহ্ন সূর্যরূপী হুযুর (সা.)-এর হেদায়তের আলো মানবজীবনের প্রতি মুহূর্ত প্রয়োজন পড়ে। তাঁর হেদায়তের আলো থেকে মুহূর্তের জন্য পলায়ন মুনাফিকী ও ধর্মহীনতার নামান্তর। তাই তিনি সিরাজুম মুনীর (প্রদীপ্ত সূর্য)।

৪. **খায়রুল বারায়া (خَيْرُ الْبَرَايَا):** অর্থ: সর্বোত্তম সৃষ্টি। হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنِ الْـمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ، قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ: بَلَغَهُ ﷺ بَعْضُ مَا

---

[১] আহমদ রেযা খান, *সিলাতুল সাফা ফী নুরিল মুস্তাফা*, পৃ. ১০

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:৪৫–৪৬

يَقُوْلُ النَّاسُ، قَالَ: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالُوْا: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِ قَبِيْلَةٍ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوْتًا، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا».

'মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কিছু লোকের সমালোচনার খবর পৌঁছলে তিনি মিম্বরে আরোহন করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, '(তোমরা কি জান) আমি কে?' সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, আপনি আল্লাহর রাসূল। হুযুর (সা.) ইরশাদ করলেন, 'আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন আর আমাকে সৃষ্টির সর্বোত্তম (আদমজাতির) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর সৃষ্টিজগত (আদমজাতি)-কে দু'দলে ভাগ করেছেন। আর আমাকে তার মধ্যে সর্বোত্তম দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর গোত্র সৃষ্টি করেছেন আর আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে (কুরাইশ গোত্রে) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর তাকে বিভিন্ন বংশে (খান্দানে বিভক্ত) করেছেন আর আমাকে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম খান্দানে (অন্তর্ভুক্ত) করেছেন। সুতরাং আমি বংশ ও ব্যক্তি উভয় দিক দিয়ে তোমাদের থেকে উত্তম।''[১]

৫. **নূর (نُوْرٌ):** অর্থ: নূর। ইমামগণ এটিকে হুযুর (সা.)-এর পবিত্র নাম বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۵﴾

'নিশ্চয় তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং এক উজ্জ্বল কিতাব।'[২]

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, হাদীস: ১৭৮৮; (খ) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, খ. ১, পৃ. ১৬৯–১৭০, হাদীস: ৭৬

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-মায়িদা*, ৫:১৫

এ পবিত্র আয়াতে হুযুর (সা.) নুর হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। *তাফসীরে ইবনে আব্বাসে* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে,

﴿ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ ۝ ﴾ رَسُوْلٌ يَعْنِيْ مُحَمَّدًا ﴿ وَ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝ ﴾.

'নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর নূর অর্থাৎ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) তাশরীফ এনেছেন এবং এক উজ্জ্বল কিতাব।'[১]

আয়াতে বর্ণিত নুর দ্বারা যেমন হেদায়তের নুর বোঝায়, তেমনি হুযুর (সা.) সৃষ্টিগত নুর হওয়াও বোঝায়। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুযুর (সা.) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে লক্ষ করে ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُوْرُ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ».

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিজগতের পূর্বে তোমার নবীর নুরকে নিজের নুর থেকে সৃষ্টি করেছেন।'[২]

এতে বোঝা গেল যে, হুযুর (সা.) সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি ও নুর। আর এর ওপরই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইমামের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হুযুর (সা.)-এর এ আসল ও সৃষ্টিগত নুর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেই এ মুবারক নামের ছন্দে নুরুন কদীম (আদি নুর) বলা হয়েছে।

॥পাঁচ॥

وَمَوْلَى الْوَرَىٰ، رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ	٥	ثِمَالُ الْيَتِيْمِ، وَمَأْوَى الْعَدِيْمِ

এ লাইনে হুযুর (সা.)-এর ৪টি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নামই সীরাতে রসূল (সা.)-এর এক একটি অধ্যায় এবং তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।

১. **মাওলা (مَوْلَىٰ):** এ নাম পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এটি অনেক অর্থকে ধারণ করে। যেমন– লালন-পালনকারী, মালিক, প্রধান, নিয়ামত

---

[১] আল-ফীরূযাবাদী, *তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইবনি আব্বাস*, খ. ১, পৃ. ৯০

[২] (ক) আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ৪৮; (খ) আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ৮৯–৯১

প্রদানকারী, আযাদকারী, বন্ধু, সাহায্যকারী, ভালোবাসা প্রদর্শনকারী, অনুসরণকারী, প্রতিবেশী, চাচত ভাই, সাথী, চুক্তিকারী, আত্মীয়, বান্দা, আযাদকৃত, নিয়ামতপ্রাপ্ত। এসব অর্থের বেশিভাগ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। মাওলা শব্দের সম্বন্ধকৃত (مضاف إليه) দ্বারা জানা যাবে যে, হাদীসে এ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

এ শব্দের মূলধাতুও (مَصْدَرٌ) বিভিন্ন হয়ে থাকে। যদি وَاو (ওয়াও) অক্ষরে 'যবর' যোগে وَلَايَةٌ পড়া হয় তখন অর্থ হবে, বংশীয় অভিভাকত্বে, সাহায্যকারী, আযাদকারী। আর যদি وَاو (ওয়াও) অক্ষরে যের যোগে وِلَايَةٌ পড়া হয় তখন অর্থ হবে, রাজত্ব। আর যদি মূলধাতু وَلَاءٌ হয়, তবে অর্থ হবে, আযাদকৃত। এটি হতে مُوَالَاةٌ শব্দ নির্গত। অর্থ: সম্প্রদায়কে সাহায্য করা।[২]

হুযুর (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় উপর্যুক্ত সকল অর্থ কোন না কোনভাবে বিদ্যমান। ইমাম জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) বলেন, হুযুর (সা.)-এর নাম হিসেবে এখানে মাওলার অর্থ মালিক, নিয়ামত দানকারী, সাহায্যকারী, ভালোবাসা প্রদর্শনকারী তাঁর মহত্ব প্রকাশের উপযোগী।[৩]

ইমাম ইবনুল আসীর (রহ.) *আন-নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ওয়াল আসারে* বলেছেন যে, নিম্নোক্ত হাদীস শরীফে মাওলা শব্দের উপর্যুক্ত অধিকাংশ অর্থই পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে,

«مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ».

'যার আমি মাওলা, আলীও তার মাওলা।'[৪]

হযরত মিকদাম আল-কিনদী (রাযি.) হতে বর্ণিত, হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

---

[১] (ক) ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৫, পৃ. ২২৮; (খ) আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ২৫৭

[২] ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৫, পৃ. ২২৮

[৩] আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ২৫৭

[৪] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩২, পৃ. ৭৫–৭৬, হাদীস: ১৯৩২৮; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৩৩, হাদীস: ৩৮১৩; (গ) ইবনুল আসীর, *আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার*, খ. ৫, পৃ. ২২৮

«أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ».

'আমি প্রত্যেক মুমিনের তার প্রাণের চেয়েও বেশি মালিক। সুতরাং যে কেউ করয অথবা (নিঃস্ব-অসহায়) সন্তান-সন্তুতি রেখে মৃত্যুবরণ করে, তবে (তার করয পরিশোধ এবং পরিবার-পরিজনের প্রতিপালন) আমার দায়িত্ব। আর যে সম্পদ রেখে যায় তবে তা তার উত্তরাধিকারের জন্য। যার কোন অলী (ওয়ারিস) নেই, তার অলী আমিই। (আমি তার পরিত্যক্ত সম্পদ নেব এবং বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নেব।)'[১]

হুযুর (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন,

«اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ».

'আল্লাহ ও তাঁর রসূল এ ব্যক্তির মাওলা (অভিভাবক) যার মাওলা নেই।'[২]

২. **রাহমাতুল্লিল আলামীন (رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ):** অর্থ: সৃষ্টিকুলের রহমত। আল্লাহ তা'আলা হুযুর নবী (সা.)-কে সমস্ত জগতের জন্য রহমত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

'আর আমি আপনাকে সমস্ত জাহানের রহমত করেই প্রেরণ করেছি।'[৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, যখন কাফির-মুশরিকদের বাড়াবাড়ি চরমে পৌঁছে তখন হুযুর (সা.)-এর কাছে আরয করা হল যে, তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করুন! এতে তিনি ইরশাদ করেছেন,

«إِنِّيْ لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً».

---

[১] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ১২৩, হাদীস: ২৯০০; (খ) আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৬, পৃ. ৩৫২, হাদীস: ১২২১০

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১, পৃ. ৩২১, হাদীস: ১৮৯ ও পৃ. ৪০৯, হাদীস: ৩২৩; (খ) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ৯১৪, হাদীস: ২৭৩৭; (গ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি' উল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৪২১, হাদীস: ২১০৩

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-আম্বিয়া*, ২১:১০৭

'আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি এবং আমাকে রহমত করে পাঠানো হয়েছে।'[১]

৩. **সিমালুল ইয়াতীম (ثِمَالُ الْيَتِيْمِ):** এতিম (অনাথ)-এর সহায়।

৪. **মা-ওয়াল আদীম (مَأْوَى الْعَدِيْمِ):** নিঃস্বদের আশ্রয়স্থল। হুযুর (সা.)-এর পবিত্র জীবনে এ দুটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি এতিম-আনাথের সহায়, দরিদ্র মানুষের দুঃখের সাথী। চাচা খাজা আবু তালিব হুযুর (সা.)-এর এ অনন্য চরিত্রের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে হুযুর (সা.)-এর শানে পঠিত তাঁর এক কাসীদায় বলেছেন,

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ ❊ ثِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

'তিনি [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] এমন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট, যাঁর দীপ্ত চেহারার অসিলায় আল্লাহর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করা হয় বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তিনি অনাথদের সহায় এবং বিধবাদের সাহায্যকারী।'[২]

॥ছয় ॥

دَلِيْلٌ إِلَى الْخَيْرِ، دَارُ الْحِكَمِ	٦	سَمِيْعٌ، بَصِيْرٌ، خَبِيْرٌ، عَلِيْمٌ

এ চরণে ৬টি বরকতময় নাম বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযুর (সা.)-এর এক একটি স্বতন্ত্র গুণের প্রতি নির্দেশ করে। প্রতিটি নামই হুযুর (সা.)সৃষ্টির মাঝে অতুলনীয় ও অনন্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন–

১. **দালীলুল খায়রাত (دَلِيْلُ الْخَيْرَاتِ):** অর্থ: কল্যাণের পথপ্রদর্শক এবং কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম। প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে তাঁর আদর্শ অপরিহার্য। হুযুর (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব। তাই শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকতের মর্যাদার প্রতিটি স্তরে হুযুর (সা.)-এর আবশ্যক। তাই তিনি দালীলুল খায়রাত বা সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের পথপ্রদর্শক।

---

[১] (ক) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ২০০৬, হাদীস: ২৫৯৯; (খ) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, ***আল-মুসনদ***, খ. ১১, পৃ. ৩৫, হাদীস: ৬১৭৪

[২] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ২, পৃ. ২৭, হাদীস: ১০০৮

২. **দারুল হিকাম (دَارُ الْحِكَمِ)**: জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ، وَعَلِيٌّ بَابُهَا».

'আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আর আলী (রাযি.) তার দ্বার।'[১]

৩. সামী' (سَمِيْعٌ): মহাশ্রবণকারী।

৪. বাসীর (بَصِيْرٌ): মহাদ্রষ্টা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ۝

'আমি (আল্লাহ) তাকে সামী' (মহান শ্রবণকারী) ও বাসীর (দ্রষ্টা) করেছি।'[২]

হুযুর (সা.) যে চোখ দিয়ে স্বয়ং আল্লাহকে দেখেছেন এবং যে কান দিয়ে তাঁর কথা শুনেছেন এ দেখার কী মহান মর্যাদা হতে পারে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

৫. **খাবীর (خَبِيْرٌ)**: সম্যক অবহিত, গোপন বিষয়ে অবগত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۝

'তুমি (তাঁর কাছে) জিজ্ঞেস কর, তিনি এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত।'[৩]

৬. আলীম (عَلِيْمٌ) মহাজ্ঞানী: আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মহাজ্ঞানী হচ্ছেন হুযুর (সা.)। তাই তাঁকে আলীম নামেও ডাকা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ۝

'আর (হে হাবীব!) আমি আপনাকে জানিয়েছি যা কিছু আপনি জানতেন না (অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন) আর আপনার ওপর আল্লাহর মহান দয়া রয়েছে।'[১]

---

[১] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬৩৭, হাদীস: ৩৭২৩; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ১, পৃ. ৬৪

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-ইনসান*, ৭৬:২

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-ফুরকান*, ২৫:৫৯

হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أُوْتِيَ عِلْمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخَرِيْنَ».

'আমাকে সৃষ্টির পূর্বাপর জ্ঞান দান করা হয়েছে।'[২]

হে আল্লাহ! হুযুর (সা.)-এর নামের অসীলায় আমাদেরকে ইলম ও হিকমত দান করুন।

॥সাত॥

وَعَبْدٌ، شَكُوْرٌ، صَبُوْرٌ، هَجُوْدٌ	৭	سَعِيْدٌ، سَدِيْدٌ، حَمِيْدٌ، حَكِيْمٌ

এ লাইনে ৮টি নাম মুবারক রয়েছে। প্রতিটি নাম হুযুর (সা.)-এর ফযীলত ও মর্যাদার দর্পণ-স্বরূপ।

১. **'আবদ (عَبْدٌ) বা 'আবদুল্লাহ (عَبْدُ الله):** অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হযরত আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ আল-আনবারী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কুরআনে হুযুর নবী (সা.)-এর ৫টি নাম রয়েছে, 'তা হচ্ছে মুহাম্মদ, আহমদ, আবদুল্লাহ, তোয়াহা ও ইয়াসীন।'[৩]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হুযুর (সা.)-এর নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

'আর যখন আল্লাহর বান্দা (মুহাম্মদ) তাঁর ইবাদতের জন্য দাঁড়ান (আর কুরআন তিলাওয়াত করেন) তখন লোকেরা তাঁর কাছে ভীড় জমায়।'[৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَشْهَدُ أَنِّيْ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ».

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:১১৩

[২] ইসমাঈল হক্কী, *রূহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ২৮

[৩] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৬৫

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-জিন*, ৭২:১৯

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।'[১]

উল্লেখ্য যে, হুযুর (সা.) আর আমরা উভয়ই আল্লাহর বান্দা হওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। প্রিয় রাসূল (সা.) আল্লাহর এমন সম্মানিত বান্দা স্বয়ং আল্লাহ যাঁর দৃষ্টি কামনা করেন, যাঁর খাতিরে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বান্দা হওয়ার দিক দিয়েও রাসূল (সা.)-কে সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা করা চরম বেয়াদবী।

২. **শাকূর (شَكُوْرٌ):** এটি মুবালাগা (مبالغة)-এর শব্দরূপ। অর্থ অত্যধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।[২]

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা.) রাতের বেলায় নামাযে এতো দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যার কারণে তাঁর পা মোবারকের গোছা ফুলে যেতো। এ ব্যাপারে আরয করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন,

«أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا».

'আমি কি (আপন রবের) কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না।'[৩]

৩. **সাবূর (صَبُوْرٌ):** অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সহনশীল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ۝

'অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।'[৪]

সকল ধৈর্যশীল বান্দার ধৈর্য থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ধৈর্যের পাল্লা অত্যন্ত ভারী। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্টার আন্দোলনে কাফির-মুনাফিকদের অত্যাচার-অবিচারের প্রতিরোধে তাঁর সহনশীলতার গুণ অতুলনীয়।

৪. **হাজূদ (هَجُوْدٌ):** অর্থ: তাহাজ্জুদগুজার বান্দা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১৩, পৃ. ৪৫৪, হাদীস: ৮০৯০; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৭২, হাদীস: ৩০৬২; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ১০৫, হাদীস: ১১১

[২] আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৯০

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩০, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ১৮২৪৩; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৫০, হাদীস: ১১৩০; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২১৭১, হাদীস: ২৮১৯

[৪] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহকাফ*, ৪৬:৩৫

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

'আর (হে হাবীব) রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটি আপনার জন্য নফল। অতিশয় আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন।'[১]

৫. **সা'ঈদ (سَعِيْدٌ):** সৌভাগ্যবান, বরকতময়। হুযুর (সা.) নিজে যেমন বরকতময় তেমনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ তাই সা'ঈদ।

৬. **সাদীদ (سَدِيْدٌ):** বিচক্ষণ, সরল পথে অবিচল, সত্যান্বেষণকারী। হুযুর (সা.) এসব গুণের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি সাদীদ।

৭. **হামীদ (حَمِيْدٌ) অথবা হামিদ (حَامِدٌ):** অর্থ: আল্লাহর শান উপযুক্ত অত্যধিক প্রশংসাকারী।[২]

আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল-আলুসী (রহ.) বলেন, 'এ গুণ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুস্তফা (সা.)-এর মধ্যে অতিমাত্রায় বিদ্যমান। কেননা তিনি ও তাঁর উম্মত সকল অবস্থায় আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করতে থাকেন।'[৩]

কিয়ামত দিবসের শাফায়াতের প্রার্থনার প্রাক্কালে হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন,

«فَأَحْمَدُ رَبِّيْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّيْ».

'আমি আমার রবের প্রশংসা এমনভাবে করবো যা আমার রব আমাকে শেখাবেন।'[৪]

৮. **হাকীম (حَكِيْمٌ):** প্রজ্ঞাবান। বস্তুর নিগূঢ় তথ্য সম্পর্কে যিনি জ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে শুধু হিকমত শিক্ষা দেননি, বরং হিকমতের শিক্ষাদান তাঁর রিসালতের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেও স্থির করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-ইসরা*, ১৭:৭৯

[২] আল-আলুসী, *আল-জাওয়াবুল ফাসীহ লিমা লাফাক্কাহু আবদুল মাসীহ*, খ. ১, পৃ. ৮০

[৩] আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৮২

[৪] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৯, পৃ. ১২২, হাদীস: ৭৪১০, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۝

'আর তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন।'[১]

॥আট॥

وَرُوْحٌ، وَّحَقٌّ، قَوِيٌّ، مَّتِيْنٌ	৮	وَمُحْيِيٌ، وَّمُنْجِيٌّ، نَجْيٌ، كَلِيْمٌ

এ ছত্রে ৮টি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নামই সীরাতে রাসূল (সা.)-এর এক একটি অধ্যায় এবং হুযুর (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে।

১. রূহ (رُوْحٌ): অর্থ: আত্মা, প্রাণ। হুযুর (সা.) যেহেতু সৃষ্টিকুলের জান ও প্রাণ অথবা মুমিনের ঈমানের প্রাণ সেহেতু তাঁর একটি গুণ হচ্ছে রূহ বা আত্মা।

২. হাক (حَقٌّ): অর্থ সত্য। এটি বাতিল (بَاطِلٌ) ও মিথ্যা শব্দের বিপরীত। আবু ইমাম ইসহাক আয-যাজ্জাজ (রহ.) বলেন, হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর নির্দেশিত পথ ও মত এবং যা কিছু তিনি কুরআনের আকারে এনেছেন সবই হক (সা.)।[২] প্রমাণিত বিষয়কেও হক বলা হল।[৩] আল্লাহর বাণী:

وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ ۝

'তারা সেই বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, নিশ্চয় তিনি সত্য রাসূল।'[৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) কর্তৃত বর্ণিত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

«وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ».

'আর মুহাম্মদ (সা.) সত্য।'[১]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-জুমুআ*, ৬২:২
[২] ইবনে মনযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ১০, পৃ. ৪৯
[৩] আস-সালিহী, *সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ১, পৃ. ৪৪৯
[৪] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:৮৬

৩. **কাবী (قَوِيٌّ):** এটি সিফতে মুশাববাহ (صفت مشبه)-এর শব্দরূপ। অর্থ: অত্যন্ত শক্তিশালী।[২] পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝

'নিশ্চয় এ (কুরআন) মহাসম্মানিত রাসূলের (পঠিত) কালাম। যিনি, (সত্যের আহ্বানে, রিসালতের প্রচারে এবং রূহানী ক্ষমতায়) শক্তিশালী ও সাহসী। আর আরশের মালিকের কাছে সম্মানিত ও মর্যাদাবান।'[৩]

এ আয়াতে ذِيْ قُوَّةٍ (শক্তিশালী) দ্বারা যেমন হযরত জিবরায়ীল (আ.)-কে বোঝায় তেমনি হুযুর (সা.)-এর পবিত্র সত্তাকেও বোঝানো হয়।[৪]

৪. **মাতীন (مَتِيْنٌ):** অর্থ: সুদৃঢ়, মযবুত, শক্ত। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে অশেষ শারীরিক শক্তিও দান করেছিলেন। আরবের শ্রেষ্ঠ বীর রুকানাকে একাধিকবা কুস্তিতে পরাজিত করেছিলেন। এ শারীরিক শক্তি অথবা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় অবিচল ও সুদৃঢ় থাকার কারণে তিনি মাতীন গুণে গুণান্বিত।

৫. **মুহ্য়ী (مُحْيِيٌ):** অর্থ: জীবিতকারী। হুযুর (সা.) আল্লাহ-প্রদত্ত ক্ষমতায় একাধিকবার মৃতকে জীবিত করেছেন অথবা উম্মতের মৃত অন্তরকে জীবিতকারী বলেই তাঁকে 'মুহয়ী' বলা হয়। এটি হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মু'জিযা।

৬. **মুন্জী (مُنْجِيٌ):** অর্থ: পরিত্রাণ দানকারী, উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা। হুযুর (সা.) নিজ উম্মতদেরকে দোযখের আগুণ থেকে নাজাতদাতা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ۝

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৪৮, হাদীস: ১১২০

[২] আয-যুরকানী, *শরহুল মা'ওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ২১০

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাকবীর*, ৮১:১৯–২০

[৪] (ক) কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৪০; (খ) আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ১, পৃ. ৪৬৭

‘হে ঈমানদারগণ। তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলবো যা তোমাদেরকে (পরকালের) পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন আর আল্লাহর পথে স্বীয় সম্পদ ও স্বীয় প্রাণ দিয়ে জিহাদ কর।’[১]
কর।’[১]

৭. **নাজী (نَجْيٌ):** এ মুবারক নামের বর্ণনা তৃতীয় কাসীদায় করা হয়েছে।

৮. **কালীম (كَلِيْمٌ):** অর্থ: আল্লাহ তা‘আলার সাথে বাক্যালাপকারী। নবী আকরম (সা.) মিরাজ রাতে লা-মাকানে আল্লাহর সাথে একান্ত বাক্যালাপ করেছিলেন বলে তাঁকে এ নামে ডাকা হয়।

॥নয় ॥

صَدُوْقٌ، أَمِيْنٌ، حَفِيٌّ، مَّكِيْنٌ	৭	نَبِيْهٌ، وَّجِيْهٌ، وَّعَيْنُ النَّعِيْمِ

এ মুক্তামালায় ৭টি বরকতময় নাম গ্রথিত হয়েছে। প্রতিটি নাম নবী চরিত্রের এক একটি প্রতীক হয়ে আছে।

১. **সাদুক (صَدُوْقٌ) অথবা সাদিক (صَادِقٌ):** অর্থ: অত্যন্ত সত্যবাদী। কথায় সত্যবাদী হওয়া।[২]

হযরত আবু মায়সারা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, একদিন হুযুর (সা.) আবু জাহল এবং তার দলের লোকদের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, তখন সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর শপথ! আমরা আপনাকে মিথ্যুক বলি না, বরং আপনি তো আমাদের মধ্যে (সর্বাধিক) সত্যবাদী (সাদিক)।[৩]

হযরত আবু আমর ইবনে জাবালা আল-কালবী (রাযি.) বর্ণনা করেন, হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আস-সাফ*, ৬১:১০–১১
[২] ইবনে মনযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ১০, পৃ. ১৯৩
[৩] আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ৬, পৃ. ৪১৬

«أَنَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الصَّادِقُ الزَّكِيُّ».

'আমি উম্মী নবী, সত্যবাদী ও পবিত্র।'[১]

সাহাবায়ে কেরাম হুযুর আকরম (সা.)-এর হাদীস শোনানোর সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাদিক (সত্যবাদী) ও মাসদুক (সত্যায়নকৃত) উপাধিও উল্লেখ করতেন।

২. **আমীন (أَمِيْنٌ):** অর্থ: বিশ্বস্ত, আমানতদার। নবী আকরম (সা.) সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার কারণে ছোটবেলা থেকেই আরববিশ্বে সাদিক ও আমীন উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। একইভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার অহী ও দীনের আমীন (আমানতদার) আর স্বর্গ-নরকের ইলমের ভাণ্ডারেরও তিনি আমীন। সারা জগতে আমীন নামের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ﴿١٩﴾ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۙ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ؕ﴿٢١﴾

'নিশ্চয় এ (কুরআন) মহামর্যাদাবান রসূলের (পঠিত) কালাম। যিনি (হকের দাওয়াত, রিসালতের তাবলীগ এবং রূহানী শক্তিতে) শক্তিশালী ও সাহসী (আর) আরশের মালিকের নিকট বড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। (সমস্ত জাহানের জন্য) অনুসরণীয় (কারণ তাঁর অনুসরণই আল্লাহর অনুসরণ), আমানতদার (অহী, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকল খোদায়ী রহস্যের বাহক)।'[২]

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَلاَ تَأْمَنُوْنِيْ وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِيْنِيْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَّمَسَاءً».

---

[১] (ক) আস-সালিহী, *সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ৬, পৃ. ৪০১; (খ) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২৮৮, হাদীস: ৮৬২

[২] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাকবীর*, ৮১:১৯–২১

> ‘তোমরা কি আমাকে আমীন মনে করো না! অথচ আমি আকাশবাসীর আমীন। আমার কাছে আসমানের সংবাদ সকাল-সন্ধ্যায় এসে থাকে।’[১]

৩. **হাফী (حَفِيٌّ):** অর্থ: দয়ালু, অত্যন্ত সম্মানিত, নরম হওয়া।[২] হুযুর নবী আকরম (সা.) দেশ, জাতি, গোত্র ও উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও দয়ার্দ্র হওয়ার কারণে এ নামে ডাকা হয়।[৩]

৪. **মাকীন (مَكِيْنٌ):** অর্থ: সম্মানিত, মর্যাদাবান। আল্লাহ তা‘আলা হুযুর (সা.)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা নিজের নামের সাথে তাঁর নামকেও সংযুক্ত করেছেন। তাই কালেমা, আযান, ইকামতে আল্লাহর নামের সাথে হুযুর (সা.)-এর নামও উচ্চারিত হয়। এমন মর্যাদা সৃষ্টির মাঝে আর কারও নেই। তাই তিনি মাকীন।[৪]

৫. **নাবীহ (نَبِيْهٌ):** অর্থ: বিচক্ষণ, ভদ্র, প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণ মেধাবী। এ শব্দের সব অর্থই হুযুর (সা.)-এর মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাই তাঁকে নাবীহ নামে নামকরণ করা হয়।

৬. **ওয়াজীহ (وَجِيْهٌ):** অর্থ: মর্যাদাবান। দুনিয়া-আখিরাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।[৫]

৭. **আয়নুন না‘ঈম (وَعَيْنُ النَّعِيْمِ):** অর্থ: নিয়ামতের উৎস বা ঝর্ণা। আয়নু মানে বস্তুর মূল, আর না‘ঈম মানে শান্তি, সহজাত। সকল নিয়ামত হুযুর (সা.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁর মাঝে পুঞ্জিভূত। তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর সংরক্ষণ এবং তাঁরই দীনে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে সকল নিয়ামত নিহীত।[৬]

॥দশ ॥

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, ***আল-মুসনদ***, খ. ১৭, পৃ. ৪৬, হাদীস: ১১০০৮; (খ) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৫, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৪৩৫১; (গ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ২, পৃ. ৭৪২, হাদীস: ১০৬৪

[২] ইবনে মনযুর, ***লিসানুল আরব***, খ. ১৪, পৃ. ১৮৬

[৩] মুহাম্মদ আল-ফাসী, ***মাতালি‘উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত***, পৃ. ২৩০

[৪] মুহাম্মদ আল-ফাসী, ***মাতালি‘উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত***, পৃ. ২৩৫

[৫] মুহাম্মদ আল-ফাসী, ***মাতালি‘উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত***, পৃ. ২৫৩

[৬] মুহাম্মদ আল-ফাসী, ***মাতালি‘উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত***, পৃ. ২৭৯

تَقِيٌّ، نَقِيٌّ، صَفِيٌّ، وَفِيٌّ	١٠	زَكِيٌّ، رَضِيٌّ، وَّخُلُقٌ عَظِيْمٌ

এ ছত্রে ৭টি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযুর (সা.)-এর এক একটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। যা সীরাত সাহিত্যের খাসায়েসে মুস্তাফা (সা.)-বিষয়ক এক একটি অধ্যায়ও বটে।

১. **তাকী (تَقِيٌّ):** অর্থ: পরহেযগার, আল্লাহভীতিসম্পন্ন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) নিজ খুতবায় হুযুর (সা.) সম্পর্কে বলেন,

«وَفَارَقَ الدُّنْيَا تَقِيًّا نَقِيًّا».

'হুযুর (সা.) দুনিয়া থেকে পুত-পবিত্র তাশরীফ নিয়ে গেছেন।'[১]

২. **নকী (نَقِيٌّ):** অর্থ: স্বচ্ছ, নির্মল, পরিস্কার, পুত-পবিত্র। হুযুর (সা.) যাহিরী-বাতিনী; সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা থেকে পুত-পবিত্র ছিলেন বলেই তাঁর এক নাম নাকী।

৩. **সাফী (صَفِيٌّ):** অর্থ: মনোনীত বান্দা। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে মনোনীত করেছেন বলেই তিনি সাফীউল্লাহ।[২]

হযরত আয়িশা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর (সা.) ওফাতবরণ করলে হযরত আবু বকর (রাযি.) হুযুর (সা.)-এর যিয়ারতে আসলেন আর তাঁর কপাল মুবারকে চুমো দিলেন এবং স্বীয় দু'হাত হুযুরের কানপাটিতে রাখলেন আর বললেন,

«وَانَبِيَّاهْ، واخَلِيْلَاهْ، وَاصَفِيَّاهْ».

'আহ, আয় নবী! আহ, আয় খলীল! আহ, আয় সাফী, আল্লাহর মনোনীত রাসূল।'[৩]

---

[১] আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২২৫, হাদীস: ৯২

[২] আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১০৪

[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৪০, পৃ. ৩২, হাদীস: ২৪০২৯

৪. **ওয়াফী (وَفِيٌّ)**: অঙ্গীকার পুরণকারী, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী। এ গুণ হুযুর (সা.)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল বলে তিনি ওয়াফী নামে খ্যাত।

৫. **যাকী (زَكِيٌّ)**: অর্থ: পুত-পবিত্র, সৎ, সর্বোত্তম। এটি পূর্বের নকী (نَقِيٌّ)-এর সমার্থক।

৬. **রাযী (رَضِيٌّ)**: অর্থ: দায়িত্ব গ্রহণকারী, জামিনদার, তুষ্ট, প্রিয়, স্নেহপরায়ণ, দরদী, কোমল, আজ্ঞানুবর্তী, গ্রহণযোগ্য। এ সকল অর্থই হুযুর (সা.)-এর মাঝে বিদ্যমান।

৭. **খুলুকুন আযীম (خُلُقٌ عَظِيْمٌ)**: অর্থ: সুমহান চরিত্রের অধিকারী। পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

'(হে হাবীব!) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'[১]

خُلُقٍ ۝-এ শব্দটির লাম (لَام) বর্ণে সাকিন ও পেশ উভয়ই পড়া যায়।

॥এগার॥

وَكِيْلٌ، كَفِيْلٌ، مُّقِيْلُ الْعِثَارِ	١١	خَلِيْقٌ، طَلِيْقٌ، ضَحُوْكٌ، بَسِيْمٌ

এ লাইনে ৭টি নাম মুবারক উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযুর (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. **ওয়াকীল (وَكِيْلٌ)**: অর্থ: যিম্মাদার, অভিভাবক, যার ওপর কোন বিষয় সমর্পণ করা হয়।

২. **কাফীল (كَفِيْلٌ)**: অর্থ: যিম্মাদার, তত্ত্বাবধায়ক, ভরণ-পোষণকারী।

উপর্যুক্ত নাম দুটি প্রায় সমার্থক। হুযুর (সা.) তাঁর আনুগত্যশীল উম্মতের জান্নাতের যিম্মাদর। শরীয়তের বিধান দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-কলম*, ৬৮:৪

সমর্পণ করা হয়েছে। তিনি কোন কিছু হালালা-হারামের বিধান দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তিনি উম্মতের রক্ষক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি ওয়াকীল ও কাফীল।

৩. **মুকীলুল ইসার (مُقِيْلُ الْعِثَارِ):** অর্থ: নিঃস্বদের আশ্রয়স্থল।

৪. **খালীক (خَلِيْقٌ):** নিখুঁত দেহাবয়বের অধিকারী। ইমাম আল-কাস্তাল্লানী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে শারীরিক গঠনের দিক দিয়েও পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কোন মানুষকে হুযুর (সা.)-এর মতো শারীরিকভাবে নিখুঁত করে সৃষ্টি করা হয়নি। হযরত আলী (রা.) বলেন,

«لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ».

'আমি হুযুর (সা.)-এর মতো সুদর্শন ইতঃপূর্বে কাউকে দেখেনি, পরেও কাউকে দেখিনি।'[১]

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا».

'রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন লোকদের মধ্যে দেখতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান।'[২]

ইমাম শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী (রহ.) বলেন,

لَمْ يُظْهَرْ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ ﷺ، لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنَنَا رُؤْيَتَهُ ﷺ.

'হুযুর (সা.)-এর পরিপূর্ণ দৌহিক সৌন্দর্য জগতে প্রকাশ পায়নি। যদি প্রকাশ পেতো তবে মানব চক্ষুর পক্ষে তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হতো না।'[৩]

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ১৪৪, হাদীস: ৭৪৬; (খ) আত-তিরমিযী, *আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া ওয়াল খাসায়িলুল মুস্তাফিয়া*, পৃ. ৩১, হাদীস: ৫

[২] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ৩৫৪৯; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮১৯, হাদীস: ২৩৩৭

[৩] (ক) আল-কাস্তাল্লানী, *আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ২, পৃ. ৫; (খ) আস-সালিহী, *সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ২, পৃ. ৮

হুযুর (সা.)-এর এ অনন্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর নাম খালীক।

৫. **তালীক (طَلِيْقٌ):** উৎফুল্ল, হাসিমুখ ব্যক্তি। হুযুর (সা.) মানুষের সাথে মর্যাদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

«كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ».

'লোকের সাথে হাসিমুখে কথা বলাও সাদকা।'[১]

৬. **দ্বাহুক (ضَحُوْكٌ):** অর্থ: মৃদু হাস্যকারী।

৭. **বাসীম (بَسِيْمٌ):** মুচকি হাসি প্রদানকারী। সদা হাসি-খুশি থাকা এবং মুচকি হাসা ছিল হুযুর (সা.)-এর সুন্দরতম চরিত্রের একটি দিক। হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ أَبَرَّ النَّاسِ، وَأَكْرَمَ النَّاسِ، ضَحَّاكًا بَسَّامًا ﷺ».

'হুযুর (সা.) ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র ও খুব হাসিখুশি লোক।'[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ».

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসতে কোন লোক দেখেনি।'[৩]

॥বার॥

وَصَفْوَةُ خَلْقٍ، وَعَبْدُ الْإِلَهِ	١٢	وَبُرْهَانُ حَقٍّ، صِرَاطٌ قَوِيْمٌ

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৩, পৃ. ৫৭–৫৮, হাদীস: ১৪৭০৯; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৮, পৃ. ১১, হাদীস: ৬০২১; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৬৯৭, হাদীস: ১০০৫

[২] আবুশ শায়খ আল-আসফাহানী, *আখলাকুন্নবী ওয়া আদাবুহু*, পৃ. ১৩০, হাদীস: ২৩

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৯, পৃ. ২৫২, হাদীস: ১৭৭১৩; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৬০১, হাদীস: ৩৬৪১

এ ছত্রে ৪টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি বরকতময় নাম প্রিয়নবী (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারন করে আছে।

১. **সাফওয়াতুল খালক (صَفْوَةُ الْخَلْقِ):** অর্থ: সৃষ্টির মধ্যে উত্তম, স্বচ্ছ, প্রকৃত বা খাঁটি বন্ধ। সব অর্থই প্রিয় নবী (সা.)-এর জন্য প্রযোজ্য হয়। তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যেমন সর্বোত্তম, তেমনি আল্লাহর তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় পাত্রও।

২. **আবদুল্লাহ (عَبْدُ الله):** অর্থ: আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হযরত আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মদ আল-আনবারী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কুরআনে হুযুর নবী (সা.)-এর ৫টি নাম রয়েছে, 'তা হচ্ছে মুহাম্মদ, আহমদ, আবদুল্লাহ, তোয়াহা ও ইয়াসীন।'[১]

৩. **বুরহান (بُرْهَانُ الْحَقِّ):** অর্থ: সুদৃঢ় দলীল, প্রমাণ। প্রিয়নবী (সা.) হচ্ছেন আল্লাহর একত্ব ও রবুবিয়াতের প্রমাণ। অনেকেই শুধু প্রিয়নবী (সা.)-কে দেখেই আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকার করে নেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۝

'হে মানব! তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।'[২]

আয়াতে বুরহান দ্বারা প্রিয় নবী (সা.)-এর মুজিযাই বোঝানো হয়েছে। অন্যাণ্য নবীগণের সবগুলো মু'জিযাসহ আরও অগণিত মুজিযা প্রিয়নবী (সা.)-কে দান করা হয়েছে। বরঞ্চ বাস্তব সত্য এই যে, প্রিয়নবী (সা.)-এর মাথা মুবারক থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত মহান গুণের সিফাতের প্রমাণ। সুতরাং এখানে বুরহান দ্বারা প্রিয়নবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তাকেই বোঝানো হয়েছে।

৪. **সিরাতুন কাওয়ীম (صِرَاطٌ قَوِيْمٌ):** অর্থ: সুদৃঢ় পথ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

---

[১] আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ৬৫

[২] আল-কুরআন, *সূরা আন-নিসা*, ৪:১৭৪

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ

'(হে আল্লাহ) আমাদেরকে সঠিক ও সরল পথে চালাও।'[১]

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবুল আলিয়া (রহ.) বলেছেন, আয়াতে বর্ণিত সিরাতে মুস্তাকীম দ্বারা প্রিয় নবী (সা.)-কে বুঝানো হয়েছে।[২] অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র সরল ও সঠিক পথ হচ্ছে হুযুর (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ ও মত।

এ পথ ভিন্ন যতো পথ ও মত আছে তা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার পথ, শয়তানের পথ। তাই এ সুরাতে হুযুর (সা.)-এর পথের ওপর চলার তাওফীক কামনা করে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হুযুর (সা.)-এর অন্য একটি নাম সিরাতুল্লাহ (صِرَاطُ اللهِ) অর্থাৎ আল্লাহর পথ।

॥তের ॥

حَبِيْبُ الْإِلَهِ، خَلِيْلُ الْإِلَهِ	১৩	وَقَائِدُ غُرٍّ، جَلِيْلٌ، فَخِيْمٌ

এ ছত্রে ৫টি বরকতময় নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক হুযুর (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. **হাবীবুল্লাহ (حَبِيْبُ اللهِ):** অর্থ: আল্লাহর প্রিয় বন্ধু। হযরত আমর ইবনে কায়স (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«فَنَحْنُ الْآخِرُوْنَ، وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّيْ قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ: إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ، وَمُوْسَىٰ صَفِيُّ اللهِ، وَأَنَا حَبِيْبُ اللهِ».

'আমরা পৃথিবীতে (সকল নবীর) পরে এসেছি, কিন্তু কিয়ামত দিবসে প্রথম হবো আর তা গর্ব করে বলছি না। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর খলীল (বন্ধু), হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর মনোনীত বান্দা (সফীউল্লাহ) আর আমি হলাম আল্লাহর হাবীব (পরম বন্ধু)।'[৩]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-ফাতিহা*, ১:৫

[২] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন*, খ. ১, পৃ. ১৭৫

[৩] আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস: ৫৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুযুর আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«وَأَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْـحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ».

'আমি আল্লাহর হাবীব আর (আমার এতে) গর্ব নেই। আর আমি কিয়ামত দিবসে প্রশংসার ঝান্ডা উঠাবো। (এতেও আমার কোন) গর্ব নেই।'[১]

২. **খলীলুল্লাহ** (خَلِيْلُ الْإِلَهِ): অর্থ: আল্লাহর একনিষ্ঠ বন্ধু। খলীল সেই ব্যক্তিকে বলে যিনি প্রেমাস্পদের সত্যিকার ভালোবাসা অর্জন করেছেন। অথবা যিনি সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকেন। হুযুর নবী আকরম (সা.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে খলীল নামে এ কারণে আখ্যায়িত করা হয় যে, তাঁরা সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ছিলেন। নিজেদের অভাব-অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছে পেশ করতেন। অথবা আল্লাহ তা'আলা উভয় জনকে স্বীয় ভালোবাসার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন আর অন্যের ভালোবাসা থেকে উভয়ের হৃদয়কে শূন্য করেছেন।

উল্লেখ্য যে, হাবীব ও খলীল উভয়ের অর্থ বন্ধু হলেও এ দুটির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। যিনি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে সর্বদা সচেষ্টা থাকেন তিনি খলীল। স্রষ্টা যার সন্তুষ্টি কামনা করেন তিনি হাবীব। আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা হয়েও এ বিশেষ মর্যাদা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কে দান করেছেন।

৩. **কায়িদু গুররিল মুহাজ্জালীন** (قَائِدُ غُرِّ الْـمُحَجَّلِيْنَ): অর্থ: শুভ্র উজ্জ্বল অঙ্গ বিশিষ্টদের নিয়ে জান্নাতে গমণকারীদের প্রধান। কিয়ামত দিবসে অযুর অঙ্গসমূহ শুভ্র-উজ্জ্বল হয়ে দেখা যাবে। ফলে অন্যান্য উম্মত থেকে তাঁদেরকে পৃথকভাবে চেনা যাবে।[২]

এটা এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তারা জান্নাতে যাওয়ার সময় হুযুর (সা.) তাঁদের পথপ্রদর্শক হবেন।

---

[১] (ক) আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ১৯৪, হাদীস: ৪৮; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৮৭, হাদীস: ৩৬১৬

[২] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২৫১

৪. **জালীল (جَلِيْلٌ)**: অর্থ: মহামর্যাদাশালী, মহাসম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হুযুর (সা.)-কে মর্যাদা ও সম্মানের শীর্ষে উন্নীত করেছেন তাই তিনি জলীল।

৫. **ফাখীম (فَخِيْمٌ)**: অর্থ: বিশাল মর্যাদার অধিকারী।

॥চৌদ্দ ॥

وَأَخْشَى الْبَرَايَا، وَأَتْقَى الْوَرَىٰ	١٤	مُنِيْبٌ، حَنِيْفٌ، عَفِيْفٌ، رَّحِيْمٌ

এ ছত্রে ৬টি নাম মুবারক উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি বরকতময় নামে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১. **আখশাল বারায়া (أَخْشَى الْبَرَايَا)**: অর্থ: সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয়কারী।

২. **আতকাল ওয়ারা (أَتْقَى الْوَرَىٰ)**: অর্থ: সৃষ্টিকুলের মাঝে সবচেয়ে বড় পরহেযগার। *সহীহ আল-বুখারী* ও *মুসলিম* শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُمْ لَهُ».

'জেনে নাও! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (আল্লাহকে) ভয়কারী এবং সবচেয়ে বড় পরহেজগারী।'[১]

৩. **মুনীব (مُنِيْبٌ)**: অর্থ: আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ

'হে শ্রোতা! তুমি আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারীর পথ অনুসরণ কর।'[২]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৭, পৃ. ২, হাদীস: ৫০৬৩

[২] আল-কুরআন, *সূরা লুকমান*, ৩১:১৫

৪. **হানীফ (حَنِيْفٌ):** অর্থ: একনিষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ

'তুমি আল্লাহর দীনের ওপর সুদৃঢ় এবং একনিষ্ঠ হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাক।'[১]

নবী করীম (সা.)-এর আনীত দীনকে হানীফা বলা হয়। তাই হুযুর (সা.)-কে হানীফ নামেও ডাকা হয়।

৫. **আফীফ (عَفِيْفٌ):** অর্থ: সচ্চরিত্রবান, পূণ্যবান, সদাচারী। এ সকল অর্থই প্রিয়নবী (সা.)-এর মহান চরিত্রে পাওয়া যায় বিধায় তিনি আফীফ।

৬. **রাহীম (رَحِيْمٌ):** পরম দয়ালু। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর এ গুণবাচক নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

'অবশ্যই তোমাদের কাকে তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন (মহা সম্মানিত) রাসূল তাশরীফ এনেছেন। তোমাদের কষ্টে পড়া তাঁর কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।'[২]

হযরত জুবায়র ইবনে মুতআম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,

«وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَءُوْفًا رَحِيْمًا».

'আল্লাহ তাআলা হুযুর (সা.)-এর নাম রাউফ (অত্যন্ত দর্য়াদ্র) এবং রাহীম (পরম দয়ালু) রেখেছেন।'[৩]

॥পনের ॥

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আর-রূম*, ৩০:৩০

[২] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১২৮

[৩] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮২৮, হাদীস: ২৩৫৪

رَسُوْلُ الْـمَلَاحِمِ، وَالْـمُصَطَفَىٰ	১৫	وَخَيْرُ الْوَرَىٰ، ذُو الْعَطَاءِ الْعَمِيْمِ

এ ছত্রে প্রিয় নবী (সা.)-এর ৪টি গুণবাচক বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি নাম হুযুর বিশেষ গুণের প্রতি নির্দেশ করে।

১. **রাসূলল মালাহিম (رَسُوْلُ الْـمَلَاحِمِ):** মালাহিম (الْـمَلَاحِمُ) শব্দটি মালহামা (مَلْحَمَةٌ) শব্দের বহুবচন। অর্থ: তীব্র লড়াই। নবী আকরম (সা.)-কে যেহেতু কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছে সেহেতু তাঁকে এ নামে অভিহিত করা হয় অর্থাৎ জিহাদ নির্দেশপ্রাপ্ত রাসূল। হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«وَأَنَا رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ، وَرَسُوْلُ الرَّاحَةِ وَرَسُوْلُ الْـمَلَاحِمِ».

'আমি রাসূলে রহমত, রাসূলে রাহত, রাসূলে মালাহিম।'[১]

২. **মুস্তাফা (الْـمُصَطَفَىٰ):** অর্থ: বাছাইকৃত, সম্মানিত, পুত-পবিত্র এমন সত্তা যাঁর মর্যাদার কোন শেষ নেই। হযরত আওফ ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«فَوَاللهِ إِنِّيْ لَأَنَا الْـحَاشِرُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا النَّبِيُّ الْـمُصْطَفَىٰ».

'আল্লাহর শপথ! আমি হাশির (একত্রিতকারী), আমি আকিব (সর্বশেষ নবী) এবং আমিই মনোনীত নবী।'[২]

৩. **খায়রুল ওয়ারা (خَيْرُ الْوَرَىٰ):** অর্থ: সৃষ্টির সর্বোত্তম।

৪. **যুল আতায়িল 'আমীম (ذُو الْعَطَاءِ الْعَمِيْمِ):** অর্থ: সর্বব্যাপী দানশীল। অর্থাৎ সর্বোত্তম দাতা। হুযুর (সা.) এমন দাতা, যাঁর দান পেলে আর কারো দ্বারে ঘুরতে হয় না। তার অভাব চিরদিনের জন্য মুছে যায়। যাঁর দরবারে রাজা-বাদশারও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সাহায্যপ্রার্থী।

---

[১] (ক) কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৩১–২৩২; (খ) আল-খাফাজী, *নাসীমুর রিয়ায ফী শরহি শিফায়িল কাযী আয়ায*, খ. ৩, পৃ. ২৫২; (গ) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৮৫, হাদীস: ২০৭

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৯, পৃ. ৪১০, হাদীস: ২৩৯৮৪

॥ষোল ॥

نَبِيُّ الْـمَرَحِمِ، وَالْـمُجْتَبَىٰ	١٦	حَسِيْبٌ، نَسِيْبٌ، نَجِيْبٌ، صَمِيْمٌ

এ লাইনে প্রিয়নবী (সা.)-এর ৬টি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি নামই হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর এক একটি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. **নবীউল মারাহিম (نَبِيُّ الْـمَرَحِمِ) ও নবীউর রাহমাত (نَبِيُّ الرَّحْمَةِ):** অর্থ: রহমতের নবী, দয়াবান নবী। নবী আকরম (সা.)-কে নিজে উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত করে প্রেরণ করা হয়েছে। হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন,

«وَأَنَا رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ، وَرَسُوْلُ الرَّاحَةِ وَرَسُوْلُ الْـمَلَاحِمِ».

'নিশ্চয় আমি (মানবকুলের প্রতি) রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'[১]

হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাযি.) নবী আকরম (সা.)-এর এ গুণ বর্ণনায় তাঁর এক কবিতায় বলেন,

بِاللهِ مَا حَمَلَتْ أُنْثَىٰ وَلَا وَضَعَتْ ❋ مِثْلَ النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الْـهَادِيْ

'আল্লাহর শপথ! আমাদের প্রিয়নবী (সা.) যিনি হিফাযত দানকারী এবং রহমতের নবী তাঁর মতো মহাপুরুষ না কোন নারী তার উদরে বহন করেছে না জন্ম দিয়েছে।'[২]

২. **মুজতাবা (الْـمُجْتَبَىٰ):** এটি কর্মবাচক বিশেষ্য (اسم مفعول)-এর শব্দরূপ। অর্থ: মনোনীত। আল্লাহ তা'আলা হুযুর (সা.)-কে সৃষ্টিকুলের মধ্যে থেকে আপন বন্ধু হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইমাম কাযী আয়ায (রহ.) ও

---

[১] (ক) আল-বায্যার, *আল-মুসনদ*, খ. ১৬, পৃ. ১২২, হাদীস: ৯২০৫; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ. ৩, পৃ. ২২৩, হাদীস: ২৯৮১; (গ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল সগীর*, খ. ১, পৃ. ১৬৮, হাদীস: ২৬৪, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২৭৯, হাদীস: ২৪৮৩

ইমাম শামসুদ্দীন আস-সাখাবী (রহ.) এটিকে হুযুর (সা.)-এর নামের মধ্যে গণনা করেছেন।[১] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ

'কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।'[২]

৩. **হাসীব (حَسِيْبٌ):** অর্থ: যথেষ্টকারী। ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) বলেন, উম্মতের ইহ ও পরকালীন সকল সমস্যা পূরণ করতে নবী আকরম (সা.) যথেষ্ট। তাই তিনি হাসীব বা উম্মতের জন্য যথেষ্ট।[৩]

৪. **নাসীব (نَسِيْبٌ):** অর্থ: উচ্চবংশীয়, সম্ভ্রান্ত।

৫. **নাজীব (نَجِيْبٌ):** অর্থ: কুলীন, ভদ্র, সচ্চরিত্রবান।

৬. **সামীস (صَمِيْمٌ):** অর্থ: সৃষ্টির সারাংশ বা মেরুদণ্ড। নবী আকরম (সা.) সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠবংশে শুভাগমন করেছেন বলে নাসীব ও নাজীব নামে অভিহিত করা হয়। অর সৃষ্টিজগতের সবকিছু হুযুর (সা.)-এর নূর থেকে সৃষ্ট বলে তিনি সামীম বা সৃষ্টির মেরুদণ্ড।

॥সতের॥

هُوَ الصَالِحُ، الصَّادِقُ، الْـمُؤْتَمَنُ	١٧	رَوَاءُ الْعَلِيْلِ، شِفَاءُ السَّقِيْمِ

এ ছত্রে ৫টি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর বিশেষ গুণ নির্দেশক।

১. **সালিহ (الصَالِحُ):** অর্থ: পূণ্যবান, সৎ, উপযুক্ত বান্দা অর্থাৎ হুযুর (সা.) আল্লাহ তা'আলার এমন উপযুক্ত বান্দা যে পর্যন্ত সৃষ্টির কেউ পৌঁছতে পারিনি এবং পারবেও না।

---

[১] (ক) কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ৩২২; (খ) আস-সাখাওয়ী, *আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'*, পৃ. ৮৩

[২] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১৭৯

[৩] আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ১৩১

২. **সাদিক (الصَّادِقُ)**: অর্থ: সত্যবাদী! কাসীদার নবম ছন্দে মাসদূক (مَصْدُوْقٌ) নামে এটির আলোচনা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবী-রাসূলগণের সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য। কারণ তারা মা'সূম (নিষ্পাপ) ও আমীন বিশ্বস্ত। প্রকাশ থাকে যে, হুযুর (সা.) নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্ব যুগেও আরব-সমাজে 'সত্যবাদী' ও 'আমানতদার' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৩. **মু'তামান (الْمُؤْتَمَنُ)**: অর্থ: আমানতদার! কসীদার নবম ছত্রে 'আমীন' শব্দে এ নামের আলোচনা করা হয়েছে।

৪. **রাওয়াউল আলীল (رَوَاءُ الْعَلِيْلِ)**: অর্থ: রুগ্ণের আরোগ্য দানকারী।

৫. **শিফাউস সাকীম (شِفَاءُ السَّقِيْمِ)**: অর্থ: অসুস্থের শেফা দানকারী। নবী আকরম (সা.) উম্মতের রোগ-শোকের শেফাদানকারী এবং উম্মতের দুঃখ-পেরেশানীর অবস্থা দুরীভুতকারী। হাদীস শরীফে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যে, অনেক রোগী হুযুরের দরবারে এসে রোগমুক্ত হয়ে ফিরে যেতেন।

॥আঠার॥

هُوَ الْأَعْلَمُ، الْأَكْرَمُ، الْمُرْتَجَىٰ	١٨	صَفُوْحٌ، نُصُوْحٌ، عَفُوٌّ، كَرِيْمٌ

এ ছত্রে ৭টি নামের উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক নবী আকরম (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে।

১. **আল-আ'লামু (الْأَعْلَمُ)**: অর্থ: মহাজ্ঞানী। *সহীহ আল-বুখারী* ও *মুসলিম* শরীফে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) হতে বর্ণিত, নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«فَوَاللهِ إِنِّيْ أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

'আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তাদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী এবং অধিক ভয়কারী।'[১]

২. **আল-আকরমু (الْأَكْرَمُ):** অর্থ: অধিক মর্যাদাবান! হুযুর নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ وَأَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ».

'আমি (আল্লাহর নিকট) পূর্বাপর সকলের চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। আমি সৃষ্টিকূলের প্রধান।'[২]

৩. **মুরতাজা (الْمُرْتَجَى):** অর্থ: (অসহায়দের) ভরসাস্থল। প্রিয়নবী (সা.) হচ্ছেন অসহায়দের সহায়, অনাথ-অতিম, বিধবাদের আশ্রয়দানকারী। তাই তিনি মুরতাজা।

৪. **সাফূহ (صَفُوْحٌ):** অর্থ: ক্ষমা প্রদর্শনকারী। হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল তিনি অপরাধী ও ভুলকারীকে পাকড়াও করতেন না বরং ক্ষমা করে দিতেন। তিনি নিজে অন্যের দেয়া কষ্ট সহ্য করতেন কিন্তু প্রতিশোধ নিতেন না। প্রবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ

'(হে রাসূল) আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও মাফ কনে দিন।'[৩]

৫. **নুসূহ (نُصُوْحٌ):** অর্থ: অত্যধিক হিত-কামনাকারী! নবী আকরম (সা.) সর্বদা মানবজাতির মঙ্গল কামনা করতেন। অমঙ্গল হোক তিনি তা চাইতেন না।

৬. **আফুউ (عَفُوٌّ):** অর্থ: ক্ষমাকারী। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন ও তাওরাতে নবী আকরম (সা.)-এর এ গুণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযুর (সা.) মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা দিতেন না, বরং ক্ষমা করে

---

[১] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৯, পৃ. ৯৭, হাদীস: ৭৩০১

[২] আন-নায়সাপুরী, ***গারায়িবুল কুরআন ওয়া রাগায়িবুল ফুরকান***, খ. ২, পৃ. ৭

[৩] আল-কুরআন, ***সূরা আল-মায়িদা***, ৫:১৩

দিতেন। আল্লাহ তাআলা হুযুর (সা.)-কে ক্ষমা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

'আপনি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ দিন এবং মূর্খ লোকদেরকে এড়িয়ে চলুন।'[১]

সাফূহ ও আফুউ উভয়ের অর্থ একই।

৭. **কারীম (كَرِيْمٌ):** অর্থ: অনুগ্রহকারী। এ পবিত্র নামের আলোচনা কবিতার প্রথম ছত্রে করা হয়েছে।

॥উনিশ ॥

هُوَ الْفَاتِحُ، الْـخَاتِمُ، الْـمُقْتَفِيْ	١٩	مُلْقَى الْقُرْآنِ وَوَحْيٍ رَقِيْمٍ

এ লাইনে ৪টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি মুবারক নাম নবী আকরম (সা.)-এর বিশেষ গুণ ধারণ করে আছে।

১. **ফাতিহ (الْفَاتِحُ):** অর্থ: বিজয়ী, উম্মোচনকারী। হযরত আবু তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেন, 'আমার রবের কাছে আমার ১০টি নাম রয়েছে।' সেসব নামের মধ্যে ৮টি নাম হযরত আবু তুফায়ল (রাযি.)-এর স্মরণে ছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, ফাতিহ।[২]

নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحًا وَخَاتِمًا».

'নিশ্চয় আমাকে ফাতিহ এবং শেষ নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে।'[৩]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-আ'রাফ*, ৭:১৯৯

[২] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১, পৃ. ৪০:
عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِيْ عَشَرَةَ أَسْمَاءٍ»، فَذَكَرَ مِنْهَا الْفَاتِحُ.

[৩] (ক) আস-সান'আনী, *আল-মুসান্নাফ*, খ. ৬, পৃ. ১১৩, হাদীস: ১০১৬৩; (খ) আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, খ. ৭, পৃ. ১৭১, হাদীস: ৪৮৩৭

হাদীসে ফাতিহ অর্থ: বিচারক (হাকিম) অথবা উম্মতের জন্য রহমতের দ্বার উন্মোচনকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ এও যে, হুযুর (সা.) উম্মতের জন্য আল্লাহর মারেফত এবং ঈমানের পথ উন্মুক্তকারী।[১]

২. **খাতিম (الْخَاتِمُ):** সর্বশেষ আগমণকারী নবী। খাতিম তিনিই যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবীগণের আগমণের ধারা সমাপ্ত করেছেন।[২]

হযরত নাফি ইবনে যুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাযি.) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেন,

«أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ وَالْمَاحِيْ وَالْخَاتِمُ وَالْعَاقِبُ».

'আমি মুহম্মদ, আহমদ, হাশির (একত্রিতকারী), মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) খাতিম (নুবুওয়াতের ধারা পরিসমাপ্তকারী) এবং আকিব (সকল নবীর পর আগমণকারী) হই।'[৩]

৩. **মুকতাফী (الْمُقْتَفِيْ):** অর্থ: সর্বশেষ আগমণকারী নবী অথবা প্রত্যেক নবীর সীরাত ও সুন্নাতের অনুসরণকারী। অনেকে এ শেষোক্ত অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪]

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরম (সা.) আমাদেরকে তাঁর কয়েকটি নাম বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ».

'আমি মুহাম্মদ, আহমদ, মুকাফ্ফী, হাশির, নবীয়ে তাওবা ও নবীয়ে রহমত।'[৫]

৪. **মুলকাল কুরআন (مُلْقَى الْقُرْآنِ):** অর্থ: কুরআন গ্রহণকারী। আল্লাহ তাআলার বাণী:

---

[১] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৩৯

[২] কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৩৯

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৭, পৃ. ৩১২, হাদীস: ১৬৭৪৮; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২, পৃ. ১৩৩, হাদীস: ১৫৬৩

[৪] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২০৯

[৫] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮২৮, হাদীস: ২৩৫৫

وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝

'আর নিশ্চয় আপনি প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানীর পক্ষে থেকে কুরআন গ্রহণকারী।'[১]

॥বিশ ॥

هُوَ الْعَاقِبُ، الْحَاشِرُ، الْمُسْتَغَاثُ	২০	مُجِيْرُ الْوَرَىٰ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ

এ ছত্রে ৪টি পবিত্র নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক নবী আকরম (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

১. **আকিব (الْعَاقِبُ):** অর্থ: শেষ নবী! ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ: الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

'যার পর কোন নবী আগমন করবে না তিনি আকিব।'[২]

২. **হাশির (الْحَاشِرُ):** অর্থ: একত্রিতকারী। হযরত যুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাযি.) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেন,

«لِيْ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِيْ الَّذِيْ يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيْ، وَأَنَا الْعَاقِبُ».

'আমার ৫টি নাম আছে; আমি মুহাম্মদ ও আহমদ। আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) আল্লাহ আমার দ্বারা কুফর (ও শিরকের প্রতিটি চিহ্ন) নিশ্চিহ্ন করে দেন। আমি হাশির। অর্থ সকল লোক (কিয়ামত দিবসে) আমার কদমেই (নিজ নিজ কবরসমূহ থেকে উঠিয়ে) একটিত করা হবে। আর আমি আকিব (সকল নবীর শেষে আগমনকারী নবী)।'[৩]

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আন-নামাল*, ২৭:৬

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮২৮, হাদীস: ২৩৫৪

[৩] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৫, হাদীস: ৩৫৩২

৩. **মুসতাগাস (الْمُسْتَغَاثُ):** অর্থ: পরিত্রাণকারী, সাহায্যকারী। আল্লাহ তাআরা নবী আকরম (সা.)-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে সাহায্য করেছেন। লোকেরা গোমরাহীর অতল গহ্বরে ডুবে ছিল। মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তারা আল্লাহর শাস্তি ও আযাবের অতি নিকটবতী হয়েছিলো, জাহান্নামের গর্তের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আপন প্রিয় হাবীব (সা.)-এর মাধ্যমে তাঁদেরকে পরিত্রাণ ও নাজাত দান করলেন। তাই হুযুর (সা.) মুসতাগাস।[১]

৪. **মুজীরুল ওয়ারা (مُجِيْرُ الْوَرَىٰ):** অর্থ: মানবকুলকে (জাহান্নামের আগুণ) থেকে রক্ষাকারী বা আশ্রয়দাতা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ

'তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন।'[২]

॥একুশ ॥

هُوَ الشَّاهِدُ، الْمُنْذِرُ، الْحَائِدُ	২১	شَفِيْقٌ، رَّفِيْقٌ، وَّلِيٌّ، حَمِيْمٌ

এ ছত্রে ৭টি নাম রয়েছে। প্রতি বরকতময় নাম নবী আকরম (সা) এর এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. **শাহিদ (الشَّاهِدُ):** অর্থ: জ্ঞাত প্রত্যক্ষদর্শী, উপস্থিত।[৩] এটি শুহূদ (شُهُوْدٌ) শব্দ থেকে কর্তৃবাচক বিশেষ্য (اسم فاعل)-এর শব্দরূপ।

হুযুর (সা.)-কে এ পবিত্র নামে এ জন্য নামঙ্কিত করা হয়েছে যে, হুযুর (সা.) আল্লাহর দানে সেসব কিছু জানেন যা অন্য কেউ জানে না। তিনি উম্মতের অবস্থাদি, বিশ্বের মূল হাকীকত প্রত্যক্ষ করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রত্যেক কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন।

তিনি কিয়ামত দিবসে অন্য সব নবী সম্পর্কেও এ বলে সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা নিজ নিজ উম্মতের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছে

---

[১] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২৪০–২৪১

[২] আল-কুরআন, *সূরা আলে ইমরান*, ৩:১০৩

[৩] আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ২৭২

দিয়েছেন আর আপন উম্মতের ঈমানের ব্যাপারেও সাক্ষ্য দেবেন। এ সাক্ষ্য হবে সরাসরি। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্বাপর সবকিছুর ব্যাপারে জ্ঞাত করেছেন।[১]

নবী আকরম (সা.)-এর এ গুণবাচক পবিত্র নাম সম্পর্কে কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ﴿۴۵﴾

'হে নবী! আমি আপনাকে লোকদের অবস্থাসসমূহে) সাক্ষী এবং (তাদের) সুসংবাদ ও উপদেশদারা হিসেবে প্রেরণ করেছি।'[২]

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ﴿۸﴾

'নিশ্চয় আমি আপনাকে (লোকদের অবস্থাসমূহে) সাক্ষী এবং (তাদের) সুসংবাদদাতা এবং (পরিণতি সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।'[৩]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেন,

«أَنَا شَاهِدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ».

'আমি (আজকের দিনের) কিয়ামত দিবসেও তোমাদের সাক্ষী হব।'[৪]

২. **মুনযির (الْمُنْذِرُ):** অর্থ: পাপী ও অপরাধীদের জন্য ভীতিপ্রদর্শনকারী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿۷﴾

'হে রাসূল! আপনি তো (পাপীদের জন্য দোযখের শাস্তির) ভীতিপ্রদর্শনকারী আর সব জাতির জন্য রয়েছে প্রদর্শক।'[৫]

কবিতার দ্বিতীয় ছত্রে নাযীর (نَذِيْرٌ) নামের বর্ণনায় এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

---

[১] আল-খাফাজী, *নাসীমুর রিয়ায ফী শরহি শিফায়িল কাযী আয়ায*, খ. ৩, পৃ. ২৬৪–২৬৫

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:৪৫

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-ফাতাহ*, ৪৮:৮

[৪] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ১, পৃ. ৫১৯, হাদীস: ১৩৫১

[৫] আল-কুরআন, *সূরা আর-রা'দ*, ১৩:৭

৩. **হায়িদ (الْحَائِدُ)**: অর্থ: পৃথককারী! অর্থাৎ প্রিয় নবী (সা.) আপন উম্মতকে দোযখ থেকে পৃথককারী।

৪. **শাফীক (شَفِيْقٌ)**: অর্থ: স্নেহপরবশ, দয়ালু। প্রিয়নবী (সা.) উম্মতের প্রতি অত্যন্ত স্নেপরবশ ও দয়ালু। রাউফ ও রাহীম নামের বর্ণনায় এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. **রাফীক (رَفِيْقٌ)**: অর্থ: বন্ধু। হাবীব (حَبِيْبٌ) নামের বর্ণনায় এ সম্পর্কে কবিতার ১৩তম ছত্রে আলোচনা হয়েছে।

৬. **ওয়ালী (وَلِيٌّ)**: অর্থ: অভিভাবক, সাহায্যকারী।

৭. **হামীম (حَمِيْمٌ)**: অর্থ: পরম বন্ধু। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ ﴿۵۵﴾

'নিশ্চয় তোমাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল।'[১]

হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَنَا وَلِيُّ مَنْ لَّا وَلِيَّ لَهُ».

'যার কোন অভিভাবক (অলী) নেই আমি তার অভিভাবক।'[২]

অথবা অলী মানে নৈকট্যধন্য অর্থাৎ নবী আকরম (সা.) আল্লাহ তাআলার অতি-নৈকট্যধন্য বান্দা। হুযুর (সা.) বেলায়তের শেষ সোপানে উপনীত হয়েছেন। তাই তাঁকে অলী নামে অভিহিত করা হয়।

॥বাইশ॥

هُوَ الْأَحْسَنُ، الْأَجْوَدُ، الْأَشْجَعُ	২২	أَغَرُّ الْجَبِيْنِ، جَمِيْلٌ، وَّسِيْمٌ

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-মায়িদা*, ৫:৫৫

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৮, পৃ. ৪৩২, হাদীস: ১৭১৯৯; (খ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ৬, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৬৩২০

এ লাইসে ৬টি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক প্রিয় নবী (সা.)-এর শরীর মুবারকের সৌন্দর্য এবং শারীরিক শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলির মূর্তপ্রতীক।

১. **আহ্সান (الْأَحْسَنُ):** অর্থ: পরম সুন্দন।

২. **আজ্ওয়াদ (الْأَجْوَدُ):** অর্থ: অত্যধিক দানশীল।

৩. **আশ্জা' (الْأَشْجَعُ):** অর্থ: অত্যন্ত সাহসী। হযরত আনস ইবনে মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ».

'নবী করীম (সা.) লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, লোকদের মধ্যে অত্যন্ত দানশীল এবং লোকদের মধ্যে অতি সাহসী ছিলেন।'[১]

৪. **আগার্রুল জাবীন (أَغَرُّ الْجَبِيْنِ):** অর্থ: উজ্জ্বল ললাট বিশিষ্ট। হযরত হিন্দ ইবনে আবু হালা আত-তামীমী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَاسِعَ الْجَبِيْنِ».

'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রং ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ললাট প্রশস্ত।'[২]

৫. **জামীল (جَمِيْلٌ):** অর্থ: সুন্দর, মনোরম।

৬. **ওয়াসীম (وَسِيْمٌ):** অর্থ: সুন্দর, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ».

'রাসূলুল্লাহ (সা) চাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশি সুন্দর ছিলেন।'[৩]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৬৬, হাদীস: ৩০৪০

[২] (ক) আত-তিরমিযী, *আশ-আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া ওয়াল খাসায়িলুল মুস্তাফিয়া*, পৃ. ৩৬, হাদীস: ৮; (খ) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ২২, পৃ. ১৫৫, হাদীস: ৪১৪

[৩] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ১১৮, হাদীস: ২৮১১; (খ) আত-তিরমিযী, *আশ-আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া ওয়াল খাসায়িলুল মুস্তাফিয়া*, পৃ. ৩৯, হাদীস: ১০

॥তেইশ ॥

هُوَ الْأَبْيَضُ، الْأَبْلَجُ، الْأَدْعَجُ	২৩	جَلِيْلُ الْـمُشَاشِ، مَلِيْحٌ، قَسِيْمٌ

এ লাইনে ৬টি পবিত্র নাম রয়েছে। প্রতি নাম মুবারক নবী আকরম (সা.)-এর শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১. **আব্‌য়ায(الْأَبْيَضُ):** অর্থ: শুভ্র।

২. **আব্‌লাজ (الْأَبْلَجُ):** অর্থ: সুস্পষ্ট ভ্রুধারী ব্যক্তি, শুভ্র-সুন্দর ও প্রশস্ত চেহরাধারী ব্যক্তি।

৩. **আদ্‌'আজ (الْأَدْعَجُ):** অর্থ: কালো ডাগর চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

৪. **জালীলুল মুশাশ (جَلِيْلُ الْـمُشَاشِ):** অর্থ: সুঠাম দেহী ব্যক্তি।

৫. **মালীহ (مَلِيْحٌ):** অর্থ: কান্তিমান, লাবণ্যময়।

৬. **কাসীম (قَسِيْمٌ):** অর্থ: সুদর্শন ব্যক্তি।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন,

«وَكَانَ فِيْ وَجْهِهِ تَدْوِيْرٌ أَبْيَضُ مُشَرَبٌ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ، جَلِيْلُ الْـمُشَاشِ».

'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রঙ লালচে সাদা ছিল। তাঁর পবিত্র চক্ষু অত্যধিক কৃষ্ণবর্ণ ছিল। পলক দীর্ঘ ও প্রন্থি সংযোজনের অস্থি ও সবল ছিল।'[১]

হযরত আবুত তুফাইল (রাযি.) বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْيَضَ مَلِيْحَ الْوَجْهِ».

'হুযুর নবী করীম (সা.)-এর চেহারা ছিলো কান্তিময় শুভ্র।'[১]

---

[১] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৯৯, হাদীস: ৩৬৩৮; (খ) আত-তিরমিযী, *আশ-আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া ওয়াল খাসায়িলুল মুস্তাফিয়া*, পৃ. ৩৩, হাদীস: ৭

॥চব্বিশ ॥

بَشَارَةُ عِيْسَىٰ، وَوَعْظُ الْكَلِيْمِ	٢٤	دُعَاءُ الْبَرَاهِيْمِ عِنْدَ الْحَطِيْمِ

এ ছত্রে ৩টি বরকতময় নাম বর্ণিত হয়েছে। যা পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক নবী আকরম (সা.)-এর চর্চা করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করেন।

১. **বিশারতু ঈসা (بَشَارَةُ عِيْسَىٰ):** হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ।

২. **ওয়া'যুল কালীম (وَعْظُ الْكَلِيْمِ):** হযরত মূসা (আ.)-এর ওয়ায।

৩. **দু'আউল বারাহীম (دُعَاءُ الْبَرَاهِيْمِ):** হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ।

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়্যাহ (রা.) হতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) এবং ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرَىٰ عِيْسَىٰ».

'আমি হলাম আমার পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদ।'[২]

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ পবিত্র কুরআনে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٢٩﴾

'হে আমাদের রব! (আমার বংশ থেকে) তাদের কাছে একজন (সম্মানিত) রাসূল প্রেরণ করুন। যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদেরকে শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব, হিকমত শিক্ষা

---

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮১০, হাদীস: ২৩৪০

[২] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩৬, পৃ. ৫৯৬, হাদীস: ২২২৬১; হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম কুশলী।'[১]

হযরত ঈসা (আ.) এ ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি:

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۭ

'এবং আমি সেই সম্মানিত রাসূলের আগমনের সুসংবাদ প্রদানকারী যিনি আমার পরে আগমন করবেন এবং যাঁর নাম আহমদ।'[২]

॥পঁচিশ ॥

مُحَمَّدٌ، الْمُرْسَلُ، الْمُنْتَقَى، الْمُقَدَّسُ	২৫	عَنْ كُلِّ وَصْفٍ ذَمِيْمٍ

এ ছত্রে ৪টি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি বরকতময় নাম নবী আকরম (সা.)-এর পুত-পবিত্র চরিত্র এবং প্রশংসার প্রতি ঈঙ্গিত করে।

১. **মুহাম্মদ (مُحَمَّدٌ):** অর্থ: চিরপ্রশংসিত। নবী আকরম (সা.)-এর সত্তাবাচক নাম মুহাম্মদ ও আহমদ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেছেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۭ

'মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।'[৩]

মুহাম্মদ শব্দের অর্থ: الَّذِيْ يُحْمَدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ অর্থাৎ ওই মহান সত্তা যাঁর বার বার প্রশংসা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রশংসা সর্বদা কোন সৌন্দর্য ও গুণের কারণে করা হয়। সুতরাং এ নামের অভিধানগত অর্থ দ্বারা বোঝা যায় যে, নবী আকরম (সা.) মানবীয় সকল দোষ-ত্রুটি ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পুত-পবিত্র। পবিত্র কুরআন মজীদে এ রকতময়ী নাম ৪বার এসেছে। যেমন– সূরা আলে ইমরান: ১৪৪, সূরা আল-আহযাব: ৪০, সূরা মুহাম্মদ: ২ ও সূরা আল-ফাতাহ: ২৯।

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১২৯

[২] আল-কুরআন, *সূরা আস-সাফ*, ৬১:৬

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-ফাতাহ*, ৪৮:২৯

২. **মুরসাল (الْـمُرْسَلُ)**: অর্থ: প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

'(হে মাহবুব!) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত) রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।'[১]

৩. **মুনতাকা (الْـمُنْتَقَىٰ)**: অর্থ: পুত-পবিত্র। এ নামের ব্যাখ্যা দশম কবিতায় নাকী (نَقِيٌّ) নামে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. **মুকাদ্দাস (الْـمُقَدَّسُ)**: অর্থ: পবিত্র। পূর্ববর্তী অনেক কিতাবে নবী আকরম (সা.)-এর এ পবিত্র নাম বিদ্যামান ছিল। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

১. সেই সত্তা যাঁকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে।
২. যাঁকে খারাপ চরিত্র এবং বাজে গুণাবলি থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে।
৩. সেই মহান ব্যক্তি যাঁকে অন্যের উপরে মর্যাদা দান করা হয়েছে।
৪. সেই মহান সত্তা যাঁর প্রতি সর্বদা দরূদ-সালাম প্রেরণ করা হয়।[২]

॥ছাব্বিশ ॥

أَبُو الطَّيِّبِ، الْأَعْظَمُ، الْـمُرْتَضَىٰ	٢٦	أَبُوْ الطَّاهِرِ، السَّيِّدُ، الْـمُسْتَقِيْمُ

এ লাইনে ৬টি নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম নবী আকরম (সা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. **আবুত তাইয়িব (أَبُو الطَّيِّبِ)**: আবুত তাইয়িব।

২. **আবুত তাহির (أَبُوْ الطَّاهِرِ)**: আবুত তাহির।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত দুটি নাম মূলত নবী আকরম (সা.)-এর কুনিয়ত (উপনাম)। কাউকে সম্মান করার জন্য আরবে কুনিয়াত বা উপনামে ডাকা হয়। হুযুর (সা.)-এর ৪টি, আবার কেউ কেউ ৩টি কুনিয়াত বা উপনাম উল্লেখ করেছেন। যেমন– আবুল কাসিম, আবু ইবরাহীম, আবুল আরামিল ও আবুল মুমিনীন।

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা ইয়াসীন*, ৩৬:৩

[২] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২৫৬

আবুল কাসিম, আবুত তাহির, আবুত তাইয়িব, আবু ইবরাহীম—এ ৪টি কুনিয়াত হুযুর (সা.)-এর ৪জন সাহেবযাদার নামের সাথে সম্পৃক্ত। তবে সঠিক অভিমত হচ্ছে, হুযুর (সা.)-এর সাহেবযাদা ছিলেন ৩জন। তাঁদের মধ্যে একজন সাহেবযাদার নাম আবদুল্লাহ। তাঁকে তাইয়িব ও তাহির উভয় নামে ডাকা হতো। এ নাম অনুসারে হুযুর (সা.)-এর কুনিয়াত হচ্ছে আবুত তাইয়িব ও আবুত তাহির।[১]

আবুল আরামিল (أَبُو الْأَرَامِلِ): অর্থ: বিধবাদের অভিভাবক। যেহেতু হুযুর (সা.) সমাজের অসহায় বিধবাদের নিরাপত্তাদাতা ছিলেন তাই তাঁকে এ উপনামে ডাকা হয়। এ উপনাম তাওরাত শরীফে উল্লেখ ছিল।[২] এর আলোচনা পঞ্চম কবিতায় খাজা আবু তালিবের কবিতা দিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আবুল মুমিনীন (أَبُو الْمُؤْمِنِيْنَ): অর্থ: মুমিনদের পিতা। নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য, বরং উম্মতের নিকট নবীর মর্যাদা আপন জন্মদাতা পিতার চেয়ে অনেক বেশি। হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ».

> 'আমি তোমাদের পিতার মতো, তোমাদেরকে (দীনের) শিক্ষা দিয়ে থাকি।'[৩]

৩. **আ'যম (الْأَعْظَمُ):** অর্থ: মহত্তর, সুমহান, মহানতম। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে হুযুর নবী আকরম (সা.) সবদিক দিয়ে সুমহান মর্যাদর অধিকারী। তাই তিনি আযম।

৪. **মুরতাযা (الْمُرْتَضَىٰ):** সেই প্রিয় বান্দা, যার প্রতি তাঁর মালিক সন্তুষ্ট হয়ে ভালোবাসতে থাকেন এবং যাঁকে নিজ বদন্যতার জন্য মনোনীত করেছেন।[৪] আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২৪৮

[২] আয-যুরকানী, *শরহুল মা'ওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ২৩০

[৩] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ১২, পৃ. ৩৭২, হাদীস: ৭৪০৯; (খ) আন-নাসায়ী, *আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান*, খ. ১, পৃ. ৩৮, হাদীস: ৪০

[৪] আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ১, পৃ. ৫১০

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ۝٥

'আর আপনার রব অতিসত্তর আপনাকে (এতে পরিমান) দান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।'[১]

৫. **সাইয়িদ (السَّيِّدُ):** অর্থ: মালিক, প্রধান, যাঁর অনুসরণ করা হয়, যাঁর কথা মানা হয়, নিজ প্রয়োজনে যাঁর প্রতি ধাবিত হতে হয়। এ সকল অর্থেই হুযুর নবী আকরম (সা.) সৃষ্টিজগতের সাইয়িদ। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হুযুর নবী আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

'আমি কিয়ামত দিবসে লোকদের প্রধান হবো।'[২]

৬. **মুস্তাকীম (الْمُسْتَقِيْمُ):** অর্থ: সরল ও সঠিক পথ। কবিতার দ্বাদশ ছত্রে এ নামের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

॥সাতাশ ॥

وَأَحْمَدُ؛ اسْمٌ أَتَىٰ فِي الْكُتُبِ	٢٧	وَإِنْجِيْلِ عِيْسَىٰ، وَلَوْحِ الْكَلِيْمِ

এ ছত্রে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর একটি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। যা হুযুর (সা.)-এর সত্তাবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত। তা হচ্ছে,

১. **আহমদ (أَحْمَدُ):** অর্থ: সবার চেয়ে বেশি (স্রষ্টার) প্রশংসাকারী। এটি তুলনামূলক বিশেষ্য (اسم تفضيل)-এর শব্দ রূপ। যাতে প্রশংসার অর্থে আধিক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আত্যন্ত প্রশংসাকারী।

ধরার বুকে হুযুর (সা.)-এর শুভাগমনের পূর্বে কারো নাম আহমদ ছিল না। হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় উম্মতগণকে হুযুরের শুভাগমনের সুসংবাদ দিতে গিয়ে এ নাম বলেছেন ইনজীল কিতাবে।

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আয-যুহা*, ৯৩:৫

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ৩৩৪০

॥আটাশ ॥

وَكُلُّ النَّبِيِّيْنَ وَالْـمُرْسَلِيْنَ	২৮	بِهِ بَشَّرُوْا مُنْذُ عَصْرِ قَدِيْمٍ

যুগে যুগে প্রত্যেক সম্মানিত নবী ও রাসূলগণ পৃথিবীতে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর শুভাগমনের কথা তাঁদের নিজ নিজ উম্মতের কাছে সুসংবাদ প্রচার করার কথা কাসীদার এ ছত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

॥ঊনত্রিশ ॥

وَفَارَ قُلِيْطٌ، أُحِيْدٌ، أُحَادٌ	২৯	مَجِيْدٌ، نَحِيْدٌ، رَّقِيْبٌ، زَعِيْمٌ

এ লাইনে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর ৭টি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নাম মুবারকের উল্লেখ রয়েছে।

১. **ফারা কুলীত্ব (فَارَ قُلِيْطٌ):** হুযুর (সা.)-এর এ বরকতময় নাম ইনজীল শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ: আল্লাহর রূহ (رُوْحُ الْحَقِّ)। ইমাম ইবনে আসীর বলেন, 'এর অর্থ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।'[১]

২. **উহীদ (أُحِيْدٌ):** অর্থ: নিজ উম্মতকে (দোযখের) আগুন থেকে রক্ষাকারী।[২] এ নামটিও তাওরাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুযুর ইরশাদ করেছেন,

«اسْمِيْ فِي التَّوْرَاةِ أَحْيَدُ لِأَنِّيْ أُحِيْدُ أُمَّتِيْ عَنِ النَّارِ، وَاسْمِيْ فِي الزَّبُوْرِ الْـمَاحِيْ مَحَا اللهُ بِيْ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ، وَاسْمِيْ فِي الْإِنْجِيْلِ أَحْمَدُ، وَاسْمِيْ فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ لِأَنِّيْ مَحْمُوْدٌ فِيْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

'আমার নাম কুরআনে মুহাম্মদ, ইনজীলে আহমদ আর তাওরাতে উহীদ। আর আমাকে উহীদ নামে এ জন্য নামাকিত করেছেন

---

[১] আন-নাবহানী, *আল-আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়া মিনাল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া*, পৃ. ১৪৩

[২] (ক) আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ৪, পৃ. ১৭২; (খ) কাযী আয়ায, *আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা*, খ. ১, পৃ. ২৩৪; (গ) আস-সুয়ূতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ৫৮

যে, আমি আমার উম্মতকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করে এক দিকে নিয়ে যাবো।'[১]

৩. **উহাদ (أُحَادٌ):** অর্থ: একক। এটি ওয়াহিদ (وَاحِدٌ) শব্দ থেকে রূপান্তরিত বিশেষ্য (اسم عدل)। হুযুর নবী আকরম (সা.) আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে একক হওয়ার কারণে তাঁকে এ নামে ডাকা হয়।

৪. **মজীদ (مَجِيْدٌ):** অর্থ: সম্মান, মহামর্যাদাবান।

৫. **নাজীদ (نَجِيْدٌ):** অর্থ: বীর পুরুষ, বাহাদুর।

৬. **রাকীব (رَقِيْبٌ):** অর্থ: (উম্মতের) রক্ষক, মর্যাদাবোধ সম্পন্ন।

৭. **যাঈম (زَعِيْمٌ):** অর্থ: নবীগণের প্রধান।

॥ত্রিশ ॥

شَهِيْدٌ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	٣٠	عِمَادٌ، مَّلَاذٌ، شَفِيْعُ الْأَنِيْمِ

কবিতার এ লাইনে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর ৪টি নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

১. **শহীদ (شَهِيْدٌ):** কিয়ামত দিবসে লোকের সাক্ষ্যদাতা, যিনি সব বিষয়ে আল্লাহর মাধ্যমে জ্ঞাত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ﴿١٤٣﴾

'আর (আমার এ সম্মানিত) রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন।'[২]

হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«إِنِّيْ فَرَطٌ لَّكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ».

---

[১] (ক) আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, খ. ১৮, পৃ. ৮৪; (খ) ইবনে আদিল, *আল-লুবাব ফী উলুমিল কিতাব*, খ. ১৯, পৃ. ৫৪

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-বাকারা*, ২:১৪৩

'আমি তোমাদের অগ্রে হবো এবং আমি তোমাদের ওপর সাক্ষী হবো।'[১]

আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) এ হাদীসের ব্যাখ্যার লিখেছেন যে,

«وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ»، أَيْ: مُطَّلِعٌ عَلَىٰ أَحْوَالِكُمْ إِذْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، أَوْ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَمُثْنٍ عَلَيْكُمْ.

'আর আমি তোমাদের ওপর শহীদ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে অবগত। আর তা আমার সমীপে পেশ করা হয়। অথবা আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আর তোমাদের ভালো কাজসমূহের প্রশংসাকারী।'[২]

২. **'ইমাদ (عِمَادٌ):** অর্থ: স্তম্ভ। অর্থাৎ হুযুর (সা.) আল্লাহর দীনের মহাস্তম্ভ। দীন হুযুর (সা.)-এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৩. **মালায (مَلَاذٌ):** অর্থ: আশ্রয়স্থল। সকল প্রকার বিপদের সময় উম্মতের একমাত্র আশ্রয়স্থল হচ্ছেন হুযুর (সা.)।

৪. **শাফী' (شَفِيْعٌ):** অর্থ: সুপারিশকারী। কাসীদার প্রথম ছত্রে এ বরকতময় নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

॥একত্রিশ ॥

رَسُوْلٌ، شَفُوْقٌ، عَزِيْزٌ، حَرِيْصٌ	৩১	وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ، رَّحِيْمٌ

এ ছত্রে হুযুর নবী (সা.) ৬টি পবিত্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি বরকতময় নাম হুযুর (সা.)-এর এক একটি গুণের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে।

১. **রাসূল (رَسُوْلٌ):** অর্থ: আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। এ মুবারক নামের ব্যাখ্যা কাসীদার দ্বিতীয় লাইনে করা হয়েছে।

---

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২৮, পৃ. ৬১৯, হাদীস: ১৭৩৯৭; (খ) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৯১, হাদীস: ১৩৪৪; (গ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৯৫, হাদীস: ২২৯৬

[২] মোল্লা আলী আল-কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ*, খ. ৯, পৃ. ৩৮৪৪

২. **শাফূক (شَفُوْقٌ)**: অর্থ: উম্মতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।

৩. **আযীয (عَزِيْزٌ)**: অর্থ: বিজয়ী, সম্মানিত অতুলনীয়।

৪. **হারীস (حَرِيْصٌ)**: অর্থ: মঙ্গলকামী। হুযুর (সা.) উম্মতের ঈমানের পথ এবং হিদায়তের ওপর অবিচল থাকতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষী থাকতেন।

৫. **রাঊফ (رَءُوْفٌ)**: অর্থ: অত্যন্ত দয়ালু।

৬. **রাহীম (رَحِيْمٌ)**: অর্থ: দয়ার্দ্র।

উক্ত সব কয়টি নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

'নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে থেকে (এ সম্মানিত) রসূল তাশরীফ এনেছেন, তোমরা কষ্টে ও বিপদে পড়া তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের মঙ্গল ও হিদায়তের বড় আকাঙ্ক্ষী এবং মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও দয়ার্দ্র।'[১]

॥বত্রিশ ॥

وَبَرٌّ، وَّبَحْرٌ حَنَانٌ، لَّطِيْفٌ	৩২	وَلِلْمُذْنِبِيْنَ شَفِيْعٌ عَظِيْمٌ

কাসীদার এ লাইনে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর ৪টি নাম মুবারক উল্লেখ আছে। যেমন–

১. **বারর (بَرٌّ)**: অর্থ: পুণ্যের মূর্তপ্রতীক, অনুগ্রহপরায়ণ, ওয়াদা রক্ষাকারী।[২]

২. **বাহরুন হানান (بَحْرٌ حَنَانٌ)**: অর্থ: দয়ার সমুদ্র।

---

[১] আল-কুরআন, *সূরা আত-তাওবা*, ৯:১২৮

[২] আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ৬৫

৩. **লতীফ (لَطِيْفٌ)**: অর্থ: কোমল, অনুগ্রহপরায়ণ।

৪. **শাফী' (شَفِيْعٌ)**: অর্থ: সুপারিশকারী।

রাসূল (সা.)-এর মহান চরিত্রে উক্ত গুণগুলো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যামান ছিল বলেই তাঁকে এসব বকরত ময় নামে ডাকা হয়।

॥তেত্রিশ ॥

عَلِيُّ الْـمَقَامِ، شَفِيْعُ الْأَنَامِ	٣٣	وَمِفْتَاحُ أَبْوَابِ دَارِ النَّعِيْمِ

এখানে হুযুর (সা.)-এর ৩টি বরকতময় নাম বর্ণিত হয়েছে। শাফী' (شَفِيْعٌ) নামের ব্যাখ্যা কাসীদার প্রথম ছত্রে করা হয়েছে। অপর দুটি নাম হচ্ছে,

১. 'আলী (عَلِيٌّ): অর্থ: উচ্চমর্যাদাবান।

২. **মিফতাহুল জান্নাহ (مِفْتَاحُ الْـجَنَّةِ)**: অর্থ: জান্নাতের দ্বার উম্মোচনকারী। নবী আকরম (সা.) জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে অন্য কারো জন্য জান্নাতের দ্বার খোলা হবে না। হুযুর (সা.)-ই সর্বপ্রথম জান্নাতের উদ্বোধন করবেন।[১]

॥চৌত্রিশ ॥

نَبِيُّ الْوَرَىٰ، خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ	٣٤	رَسُوْلُ أَتَانَا بِدِيْنٍ قَوِيْمٍ

এ ছত্রে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর ৩টি নাম মুবারক বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (رَسُوْلٌ) ও নবী (نَبِيٌّ)-এর আলোচনা কাসীদার প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রে করা হয়েছে।

---

[১] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২৬৫

১. খাতিমুল আম্বিয়া (خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ): নবীগণের আগমনের ধারা পরিসমাপ্তকারী। খাতিম (خَاتِمٌ) শব্দের অর্থ আকৃতি (خُلُقٌ) ও প্রকৃতিতে (خُلْقٌ) সমস্ত নবী থেকে বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী। আর নবী আকরম (সা.) নবীগণের প্রধান হওয়ার কারণে সৌন্দর্যের মূর্তপ্রতীক।

আংটিকেও খাতাম (خَاتَمٌ) বলা হয়। যেভাবে সৌন্দর্যের জন্য আংটি পড়া হয়, তেমনি যখন নুবুওয়াতের ধারা পরিসমাপ্তি হলো তখন তা সেই মোহরের মতো হয়ে গেলো যা পত্রের পরিসমাপ্তিতে লাগানো হয়।[১]

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ

'মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন বরং আল্লাহর রাসূল এবং খাতামুল নবিইয়ীন।'[২]

হযরত সাওবান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ».

'আর আমি শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী আসবে না।'[৩]

॥পঁয়ত্রিশ ॥

إِمَامُ الْهُدَىٰ، سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ	৩৫	كَرِيْمُ السَّجَايَا، غِيَاثُ الْهَضِيْمِ

এ ছত্রে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর পবিত্র ৪টি বরকতময় নাম উল্লেখ হয়েছে।

১. **ইমামুল হুদা (إِمَامُ الْهُدَىٰ):** অর্থ: হিদায়তের ইমাম। নবী আকরম (সা.) থেকেই মানবজাতি সঠিক পথের দিশা লাভ করেছে এবং করবে।

---

[১] আস-সালিহী, *সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ১, পৃ. ৪৫২

[২] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:৪০

[৩] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ৯৮, হাদীস: ৪২৫২; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৪, পৃ. ৪৯৯, হাদীস: ২২১৯

২. **সাইয়িদুল মুরসালীন (سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ)**: অর্থ: রাসূলগণের প্রধান। সম্মান, মর্যাদা ও মহত্ত্বে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর অবস্থান সবার শীর্ষে।

৩. **করীম (كَرِيْمٌ)**: অর্থ: দানশীল। কাসীদার প্রথম ছত্রে এ পবিত্র নামের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. **গিয়াস (غِيَاثٌ)**: অর্থ: সাহায্যকারী। আল্লাহ তা'আলা নবী আকরম (সা.)-এর মাধ্যমে মাখলুককে সাহায্য করেছেন। লোকেরা গোমরাহী ও মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব (সা.)-এর প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেন। মরুভূমির সাধারণ মেষপালকদেরকে পৃথিবীর শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে দেন।[১]

॥ছত্রিশ॥

خَطِيْبُ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ	٣٦	فَصِيْحُ الْبَيَانِ كَدُرٍّ نَظِيْمٍ

এ লাইনে প্রিয় নবী (সা.)-এর দুটি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে।

১. **খতীব (خَطِيْبٌ)**: অর্থ: বক্তা। এখানে বক্তৃতা মানে সেই বক্তৃতা উদ্দেশ্য যা হুযুর (সা.) কিয়ামত দিবষে শাফায়াতের অনুমতি প্রার্থনার জন্য প্রদান করবেন। তিনি সকল নবী রাসূলের সম্মুখভাগে থাকবেন আর আল্লাহর হামদ-প্রশংসা সংবলিত এমন ভাষণ দেবেন যা ইতঃপূবে কেউ শুনেনি। তারপর তিনি শাফায়াতের কার্যক্রম শুরু করবেন। সেসময় সকল নবী রাসূল নিজেদের ওপর হুযুরের মর্যাদা ও ফযীলত স্বীকার করবেন।[২]

হাদীসে হুযুর আকরম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ».

'আমি নবীগণের ইমাম ও তাঁদের খতীব।'[৩]

---

[১] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২৪০–২৪১

[২] মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২৮০

[৩] (ক) ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১৪৪৩, হাদীস: ৪৩১৪; (খ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ৫৮৬, হাদীস: ৩৬১৩, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.) থেকে বর্ণিত

২. **ফাসীহুল বয়ান (فَصِيْحُ الْبَيَانِ)**: অর্থ: প্রাঞ্জলভাষী। নবী আকরম (সা.) সমস্ত আরবের মধ্যে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাষী ছিলেন। স্বল্প ভাষায় অধিক অর্থপূর্ণ কথা বলতে সক্ষম ছিলেন। হুযুর (সা.)-এর মতো বাগ্মী পুরুষ সমগ্র আরবে ছিল না।

॥সাইত্রিশ ॥

إِمَامُ النَّبِيِّيْنَ وَالْـمُرْسَلِيْنَ	৩৭	وَهَادٍ، وَّدَاعٍ بِإِذْنِ الْكَرِيْمِ

এ লাইনে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর ৪টি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে।

১. **ইমামুন নবীইয়ীন (إِمَامُ النَّبِيِّيْنَ)**: অর্থ: নবীগণের ইমাম।

২. **ইমামুল মুবসালীন (إِمَامُ الْـمُرْسَلِيْنَ)**: অর্থ: রাসূলগণের ইমাম।

৩. **হাদী (هَادٍ)**: অর্থ: হিদায়ত (সঠিক পথ) প্রদানকারী।[১] আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

'(হে রাসূল!) আপনি তো (অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে শাস্তির) ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং (দুনিয়ার) প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর জন্য হিদায়ত (সঠিক পথ) প্রদর্শনকারী।'[২]

৪. **দাঈ (دَاعٍ)**: অর্থ: আহ্বানকারী। নবী আকরম (সা.) লোকদেরকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করতেন এবং এতে উৎসাহিত করতেন। আল্লাহর বাণী:

وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

'আর (আপনাকে) আল্লাহর অনুমতিক্রমের আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।'[৩]

---

[১] ইবনে মনযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ১৫, পৃ. ৩৫৩

[২] আল-কুরআন, *সূরা আর-রা'দ*, ১৩:৭

[৩] আল-কুরআন, *সূরা আল-আহযাব*, ৩৩:৪৬

॥আটত্রিশ ॥

خِتَامُ النَّبِيِّيْنَ وَالْـمُرْسَلِيْنَ	٣٨	مُقَفٍّ، وَّمَاحٍ، قَثُوْمٌ، مُّقِيْمٌ

এ ছত্রে হুযুর নবী আকরম (সা.)-এর ৪টি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। কাসীদার ৩৪তম লাইনে খাতিমুন নবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. **মুকাফ্ফ (مُقَفٌّ):** অর্থ: শেষ নবী, সেই সত্তা যার পর কোন নবী নেই।[১]

২. **মাহ (مَاحٌ):** অর্থ: নিশ্চিহ্নকারী। নবী আকরম (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অন্য নবীগণের তুলনায় কুফরকে বেশি নিশ্চিহ্ন করেছেন।[২]

৩. **কাসূম (قَثُوْمٌ):** অর্থ: সমস্ত বৈশিষ্ট্য, ফযীলত ও গুণাবলির ধারক।[৩] হযরত আবু ইসহাক আল-হারাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত, হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন,

«أَنْتَ قُثَمٌ، وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنَّةٌ».

> '(আমার কাছে একজন ফিরিশতা এসে বললেন), আপনি কুসাম (সমস্ত ফযীলত ও কামালের ধারক) এবং আপনার নফস প্রশান্তিময়।'[৪]

৪. **মুকীম (مُقِيْمٌ):** অর্থ: উত্তম রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠাকারী। তাওরাত ও যবুর শরীফে হুযুর (সা.)-এর এ পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হুযুর নবী আকরম (সা.) পূরবর্তী নবী-রাসূলগণের সুন্নাতকে সবোর্ত্তম পন্থায় প্রতিষ্ঠাকারী।[৫]

---

[১] আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ. ১, পৃ. ৪০

[২] আবদুল হক দেহলবী, *আশি'আতুল লুম'আত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ৪, পৃ. ৪৯৭

[৩] আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ২৪৪

[৪] (ক) আস-সুয়ুতী, *আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা*, পৃ. ২৪৪; (খ) আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ*, খ. ১, পৃ. ৪৯৭

[৫] (ক) মুহাম্মদ আল-ফাসী, *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, পৃ. ২৫৫–২৫৬; (খ) আয-যুরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, খ. ২, পৃ. ১৮৫

॥ঊনচল্লিশ ও চল্লিশ ॥

خِتَامُ السَّلَامِ كَمِسْكِ الْـخِتَامِ	٣٩	لِـخِتْمِ الْكِرَامِ نَبِيٍّ فَخِيْمٍ
وَأَصْحَابُهُ الْأَصْفِيَاءُ الْكِرَامِ	٤٠	مَدَى الدَّهْرِ مَا دَامَ يَجْرِي النَّسِيْمِ

আল্লাহর প্রিয় এ মহান কবি শেষ দুই লাইনে নবী আকরম (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণের প্রতি সালাম আরয করার মাধ্যমে কবি কাসীদার এখানেই শুভ সমাপ্তি করেন।

মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, হে দয়াময় আল্লাহ! আমাদের সবাইকে তোমার প্রিয় কবির ন্যায় তোমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র নাম মুবারকের ফয়েয-বরকত হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمَ.

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. আল-আজুর্‌রী : আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুর্‌রী (০০০–৩৬০ হি. = ০০০–৯৭০ খ্রি.), ***আশ-শরীয়া***, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, সউদী আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৩. আল-আলুসী : আবুল বারাকাত, খায়রুদ্দীন, নু'মান ইবনে মাহমুদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আলুসী (১২৫২–১৩১৭ হি. = ১৮৩৬–১৮৯৯ খ্রি.), ***আল-জাওয়াবুল ফাসীহ লিমা লাফাক্কাহু আবদুল মাসীহ***, দারুল বায়ান আল-আরাবী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.)

৪. কাযী আয়ায : আবুল ফযল, কাযী, আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আয়ায ইবনে আমরূন আল-ইয়াহসাবী (৪৭৬–৫৪৪ হি. = ১০৮৩–১১৪৯ খ্রি), ***আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুস্তাফা***, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৫. মোল্লা আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০–১০১৪ হি. = ০০০–১৬০৬ খ্রি.), ***মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ***, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৬. আবদুল হক দেহলবী : আবদুল হক ইবনে সায়ফউদ্দীন আস-সায়ফী আল-কাদিরী ইবনে সা'দুল্লাহ ইবনে ফীরূয আশ-শহীদ ইবনুল মালিক মুসা ইবনুল মালিক মুয়িয্‌যুদ্দীন ইবনে আগা মুহাম্মদ তুরক আল-বুখারী আদ-

দিহলবী (৯৫৮–১০৫২ হি. = ১৫৫১–১৬৪২ খ্রি.), ***আশি'আতুল লুম'আত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ***, মাকতাবায়ে রেযবিয়া সুক্কুর, সিন্দ, পাকিস্তান (১৩৯৬ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

৭. আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী: আবু ইয়া'লা, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হিলাল আত-তামীমী আল-মুসিলী (২১১–৩০৭ হি. = ৮২৬–৯২০ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৮. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২–২৭৫ হি. = ৮১৭–৮৮৯ খ্রি.), ***আস-সুনান***, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান

৯. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩–৪৩০ হি. = ৯৪৮–১০৩৮ খ্রি.):

(ক) ***হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

(খ) ***আখলাকুন্নবী ওয়া আদাবুহু***, দারুল মুসলিম, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

১০. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪–২৪১ হি. = ৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ই॥

১১. ইবনে আদিল : আবু হাফস, সিরাজউদ্দীন, উমর ইবনে আলী ইবনে আদিল আল-হাম্বলী আদ-দিমাশকী আন-নু'মানী (০০০–৮৮০ হি. = ০০০–১৪৭৫ খ্রি.),

আল-লুবাব ফী উলুমিল কিতাব, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

১২. ইবনুল আসীর : মুজাদ্দিদুদ্দীন, আবুস সা'দাত, আল-মুবারক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম আশ-শায়বানী আল-জাযারী ইবনুল আসীর (৫৪৪–৬০৬ হি. = ১১৫০–১০ খ্রি.), *আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার*, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৯ হি. = ১৯৭৯ খ্রি.)

১৩. ইবনে আবু শায়বা : আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ওসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯–২৩৫ হি. = ৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), *আল-মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার*, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৪. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

১৫. ইবনে তায়মিয়া : শায়খুল ইসলাম, তকী উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তায়মিয়া আল-হারানী আল-হাম্বলী আদ-দিমাশকী (৬৬১–৭২৮ হি. = ১২৬৩–১৩২৮ খ্রি.), *আন-নুবুওয়াত*, আযওয়াফুস সালাফ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

১৬. ইবনে মনযুর : জামালুদ্দীন, আবুল ফযল, মুহাম্মদ ইবনে মুকার্‌রম ইবনে আলী ইবনে মনযুর আল-আনসারী আর-রুওয়ায়ফিয়ী আল-ইফরীকী (৬৩০–৭১১ হি. = ১২৩২–১৩১১ খ্রি.), *লিসানুল আরব*, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

১৭. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯–২৭৩ হি. = ৮২৪–৮৮৭ খ্রি.), ***আস-সুনান***, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

১৮. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮–২৩০ হি. = ৭৮৪–৮৪৫ খ্রি.), ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

১৯. ইবনে হিশাম : আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হুমায়রী আল-মাআফিরী (০০০–২১৩ হি. = ০০০–৮২৮ খ্রি) ***আস-সীরাতুন নাবাওয়ীয়া***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. = ১৯৫৫ খ্রি.)

২০. ইসমাঈল হক্কী : ইসমাঈল হক্কী ইবনে মুস্তাফা আল-ইসতামবূলী আল-হানাফী আল-খালূতী (০০০–১১২৭ হি. = ০০০–১১৭১৫ খ্রি.), ***রূহুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান

॥ক॥

২১. আল-কাস্‌তাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্‌তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), ***আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, মিসর

২২. আল-কুরতুবী : আবু আবদুলাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী আল-কুরতুবী (৬০০–৬৭১ হি. = ১২০৪–১২৭৩ খ্রি.) ***আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন***, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. = ১৯৬৪ খ্রি.)

২৩. কুরাউন নামল : আবুল হাসান, আলী ইবনুল হাসান আল-হুনায়ী আল-আযদী, কুরাউন নামল (০০০–৩০৯ হি. =

০০০–৯২১ খ্রি.), ***আল-মুনাজ্জাদ ফিল লুগাহ***, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা শরীফ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

॥খ॥

২৪. আল-খাফাজী : শিহাবউদ্দীন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-খাফাজী আল-মিসরী আল-হানাফী (৯৭৭–১০৬৯ হি. = ১৫৬৯–১৬৫৯ খ্রি.), ***নাসীমুর রিয়ায ফী শরহি শিফায়িল কাযী আয়ায***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ত॥

২৫. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.):

(ক) ***আল-মু'জামুল কবীর***, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

(খ) ***আল-মু'জামুল আওসাত***, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, সউদী আরব (১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

(গ) ***আল-মু'জামুল সগীর***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪১৮ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

২৬. আত-তাবারী : আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), ***জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআন***, দারু হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

২৭. আত-তাহাবী : আবু জা'ফর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা আল-আযদী আত-তাহাবী (২৩৯–৩২১ হি. = ৮৫৩–৯৩৩ খ্রি.), ***শরহু মাশকিলিল আসার***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২৮. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪–৮৯২ খ্রি.):

(ক) ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

(খ) ***আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া ওয়াল খাসায়িলুল মুস্তাফিয়া***, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া, মক্কায়ে মুকার্‌রমা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

॥দ॥

২৯. আদ-দারিমী : আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল ফযল ইবনে বাহরাম আদ-দারিমী আত-তামীমী আস-সামারকন্দী (১৮১–২৫৫ হি. = ৭৯৭–৮৬৯ খ্রি.), ***আস-সুনান = আল-মুসনদ***, দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ন॥

৩০. আন-নাব্হানী : ইউসুফ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইউসুফ আন-নাব্হানী (১২৬৫–১৩৫০ হি. = ১৮৪৯–১৯৩২ খ্রি.), ***আল-আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়া মিনাল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

৩১. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান, আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫–৩০৩ হি. = ৮৩০–৯১৫ খ্রি.), ***আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা***, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৩২. আন-নায়সাপুরী : নিযামউদ্দীন, আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল-কুমী আন-নায়সাপুরী (০০০–৮৫০ হি. = ০০০–১৪৪৬ খ্রি.), ***গারায়িবুল কুরআন ওয়া রাগায়িবুল ফুরকান***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

॥ফ॥

৩৩. আল-ফীরূযাবাদী : মুজাদ্দিদুদ্দীন, আবু তাহির, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকূব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আমর আশ-শীরাযী আল-ফীরূযাবাদী (৭২৯–৭১৭ হি. = ১৩২৯–১৪১৫), ***তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইবনি আব্বাস***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৩৪. ফখরুদ্দীন আর-রাযী : ফখরুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন আত-তায়মী আর-রাযী (৫৪৪–৬০৬ হি. = ১১৫০–১২১০ খ্রি.), ***মাফাতীহুল গায়ব = আত-তাফসীরুল কবীর***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ব॥

৩৫. আল-বায্যার : আবু বকর, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আতাকী আল-বায্যার (০০০–২৯২ হি. = ০০০–৯০৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্খার***, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪–১৪২৯ হি. = ১৯৮৮–২০০৯ খ্রি.)

৩৬. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.):

(ক) ***আস-সুনানুল কুবরা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

(খ) ***শুআবুল ঈমান***, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

(গ) ***দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৩৭. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.), ***আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ***, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ম॥

৩৮. আল-মাওয়ারদী : আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল-বাসারী আল-মাওয়ারদী (৩৬৪–৪৫০ হি. = ৯৭৪–১০৫৮ খ্রি.), ***আন-নুকাত ওয়াল উয়ুন = তাফসীরুল মাওয়ারদী***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৩৯. মুরতাযা আয-যুবাইদী : আবুল ফয়য, মুরতুযা, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রায্যাক আল-হুসাইনী আয-যুবাইদী (১১৪৫–১২০৫ হি. = ১৭৩২–১৭৯০ খ্রি.), ***তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস***, দারুল হিদায়া, কুয়েত (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

৪০. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা***

রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

৪১. মুহাম্মদ আল-ফাসী : আবু ঈসা, মুহাম্মদ আল-মাহদী ইবনে আহমদ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ আল-ফাসী (১০৩৩–১১০৯ হি. = ১৬২৪–১৬৯৮ খ্রি.), *মাতালি'উল মাসার্‌রাত বি-জালায়ি দালায়িলিল খায়রাত*, আল-মাকতাবাতুন নুরিয়া আর-রিযবিয়া গুলবরগ, লাহোর, পাকিস্তান

॥য॥

৪২. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৪৩. আয-যুরকানী : আবু আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে শাহাবউদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ আয-যুরকানী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), *শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

॥র॥

৪৪. আর-রাগিব আল-ইসফাহানী: আবুল কাসিম, আল-হুসাইন ইবনু মুহাম্মদ ইবনিল মফযল আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী (০০০–৫০২ হি. = ০০০–১১০৮ খ্রি.), *আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন*, দারুল কলম, বয়রুত, লেবনান / দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥স॥

৪৫. আস-সাখাওয়ী : শামসুদ্দীন, আবুল খায়র, আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে ওসমান ইবনে মুহাম্মদ আস-সাখাওয়ী (৮৩১–৯০২ হি. = ১৪২৭–১৪৯৭ খ্রি.), ***আল-কওলুল বদী' ফিস সালাত আলাল হাবীবিশ শফী'***, দারুর রাইয়ান লিত-তাবাআতি ওয়ান নশর, বয়রুত, লেবনান ও দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সউদী আরব

৪৬. আস-সানআনী : আবু বকর, আবদুর রায্যাক ইবনে হুমাম ইবনে নাফি আল-হিময়ারী আস-সানআনী (১২৬–২১১ হি. = ৭৪৪–৮২৭ খ্রি.), ***আল-মুসান্নাফ***, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

৪৭. আস-সালিহী : শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী (০০০–৯৪৬ হি. = ০০০–১৫৩৬ খ্রি.), ***সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ ওয়া যিকরু ফাযায়িলিহি ওয়া আ'লামি নুবুওয়াতিহি ওয়া আফআলিহি ওয়া আহওয়ালিহি ফিল মাবদা ওয়াল মাআদ***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.)

৪৮. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), ***আর-রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমায়ি খায়রিল খলীকা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

৪৯. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী: মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথি আল-উসমানী আল-মাযহারী (১১৪৩–১২২৫ হি. = ১৭৩০–১৮১০ খ্রি.), ***আত-তাফসীরুল মাযহারী***, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি, পাকিস্তান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

॥হ॥

৫০. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.), ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)

৫১. হাস্‌সান ইবনে সাবিত : আবুল ওয়ালীদ, হাস্‌সান ইবনে সাবিত ইবনুল মুনযির আল-খাযরাজী আল-আনসারী আস-সাহাবী (০০০–০৫৪ হি. = ০০০–৬৭৪ খ্রি.), ***আদ-দিওয়ান***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)